পত্রাঙ্ক	প্রদানের তারিখ	গ্রহণের তারিখ	পত্রাঙ্ক	প্রদানের তারিখ	গ্রহণে তারি

ঠকের মেলা

ডাঃ শ্রীনরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত এম, এ, ডি এল,

ঠকের মেলা

মিনার্ভা থিয়েটারে—অভিনীত

প্রথম রাত্রি

শনিবার ৫ই বৈশাখ ১৩৩২ সাল।

শ্রীনরেশ চন্দ্র সেন গুপ্ত এম, এ, ডি, এল্

প্রণীত।

—:*:—

শিশির পাবলিশিং হাউস

কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কালকাতা

মূল্য ।।০ আনা।

প্রকাশক—
শ্রীশিশিরকুমার মিত্র, বি, এ।
শিশির পাবলিশিং হাউস,
কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট,
কলিকাতা।

শ্রীশিশিরকুমার বসু কর্ত্তৃক
শিশির প্রেস হইতে মুদ্রিত,
৫৯নং বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ঠকের মেলা

নাট্যোল্লিখিত পাত্রপাত্রীগণ

পুরুষগণ

দেবেন্দ্র	...	কন্যার বিবাহ প্রয়াসী. প্রবাসী বাঙ্গালী
যোগেশ	...	কলিকাতাবাসী গৃহস্থ
সুরেশ	...	যোগেশের ভ্রাতা
নবীন	...	প্রতিবেশী যুবক
রমেশ	...	যোগেশের পুত্র
অম্বিকা	...	রমেশের বন্ধু
মিঃ ডে	...	ধনী ভদ্রলোক
মিঃ গ্যাংলী	...	রমেশের ছদ্ম নাম

বড় বাবু, নকড়ি কুণ্ডু, দ্বারবান, চাপরাশী, রূপচাঁদ,
মাণিক, খানসামা ইত্যাদি—

স্ত্রীগণ

সরসী	...	...	দেবেন্দ্রের স্ত্রী
বিমলা	...	...	যোগেশের স্ত্রী
ইন্দিরা	...	...	দেবেন্দ্রের কন্যা
তরলা	...	...	ইন্দিরার ছদ্মনাম

আয়া

মিনার্ভা থিয়েটার

সত্বাধিকারী—শ্রীযুত উপেন্দ্র কুমার মিত্র, বি, এ,

বিজ্‌নেস্ ম্যানেজার—শ্রীরামেন্দ্র নাথ ঘোষ

রিহার্শ্যাল মাষ্টার—শ্রীমন্মথ নাথ পাল (হাঁদুবাবু)

অপেরা মাষ্টার—শ্রীভূতনাথ দাস

নৃত্য শিক্ষক—শ্রীসাতকড়ি গঙ্গোপাধ্যায় (কড়িবাবু)

বংশীবাদক—শ্রীলালবিহারি ঘোষ

হারমণিয়ম বাদক—এস, সি, পাল (বিদ্যাভূষণ)

ষ্টেজ ম্যানেজার—শ্রীপরেশ চন্দ্র বসু

সঙ্গতকার—শ্রীনুটু বিহারী মিত্র

স্মারক—শ্রীজ্ঞান রঞ্জন বসু।

প্রথম অভিনয় রজনীর পাত্র পাত্রীগণ

দেবেন্দ্র—শ্রীকার্ত্তিক চন্দ্র দে

যোগেশ—শ্রীকুঞ্জলাল চক্রবর্ত্তী

সুরেশ—শ্রীসত্যেন্দ্র নাথ দে

নবীন—শ্রীচিন্তামণি ভট্টাচার্য্য

রমেশ—শ্রীমন্মথ নাথ পাল (হাঁদুবাবু)

অম্বিকা—শ্রীসুরেন্দ্র নাথ রায়

মিঃ ডে—শ্রীরামকালী বন্দ্যোপাধ্যায়

বড় বাবু—শ্রীকুঞ্জবিহারী সেনগুপ্ত

ন'কড়ি কুণ্ডু—শ্রীউপেন্দ্র নাথ ভট্টাচ

দরওয়ান—শ্রীনীলকণ্ঠ রায় চৌধুরী

চাপরাশি—শ্রীকালিদাস গোস্বামী

খানসামা—শ্রীকুমার কৃষ্ণ মিত্র

সরসী—শ্রীমতী শরৎসুন্দরী

বিমলা—শ্রীমতী প্রকাশমণী

ইন্দিরা—শ্রীমতী শশীমুখী

আয়া—শ্রীমতী নবতারা—

সংযোগস্থল—কলিকাতা।

ঠকের মেলা
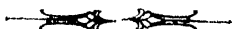
প্রস্তাবনা

বিশ্ব জুড়িয়া জুয়াড়ীর খেলা বঞ্চক অধিরাজ
তার মাঝে মাঝে ন্যায়ের বিধান দেখাইছ বিশ্বরাজ,
সূক্ষ্ম বিধান অপরূপ গতি নিত্য নূতন সাজ
মানুষের গড়া সকল বিচার দিবা রাতি দেয় লাজ
বঞ্চক জাতি নিত্য তোমারে করে যায় অপমান
জ্ঞানী হেরে সে যে গড়িতেছে সুখে আপনার মৃত্যুবাণ;
যবে দিন আসে তুমি চাহ হেসে সব পাপ পায় লাজ
আপনার জালে আপনি জড়ায়ে মরে বঞ্চকরাজ।
অপরূপ খেলা হেরি এ তোমার সকল পাপের মাঝ
অবনত শিরে প্রণমে তোমায় নিখিল নর সমাজ।

ঠেকের মেলা

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

দেবেন্দ্র। মেয়ে ত দেখলেন, কেমন ? পছন্দ হ'ল তো ?

যোগেশ। তাই তো, কি বল হে সুরেশ ?

সুরেশ। আজ্ঞে রঙ্‌টা ঠিক যেমনটি চাই তেমন নয়।

নবীন। আজ্ঞে না, সে কি হয় ? মেয়ে দেখতে এসে রঙ্‌টি যদি ঠিক যেমনটি চান, তেমনি হয়, তবে সে তো জাত যাবার কথা ! —রঙ্ তেমন নয়।

যোগেশ। থাম নবীন, তোমার বাঁদরাম রাখ, তুমি কি বলতে চাও মেয়ের রঙ্ খুব ফরসা ?

দেবেন্দ্র। না না, সে কেমন করে হ'বে ? বিবেচনা করে দেখুন আমারি তো মেয়ে ! তবে এও বলি রঙ্ যদি দুধে আল্‌তা হ'বে তবে আমিই কোন দশহাজার টাকা ছাড়তে যাব ?

যোগেশ। হা-হা-হা, তা ভায়া বলেছেন বেশ—তা বেশ ! হা, তা' কি দেওয়া থোয়া হবে ? সেইটেই আগে শোনা যাক্। দশহাজার নগদ দেবেন, তা গহনা যৌতুক তা'র ওপর অবিশ্যিই উপযুক্ত মতন ?

দেবেন্দ্র। (স্বগত) বেটা কি শয়তান! দশহাজার টাকা অমনি নগদ করে' নিলে! (প্রকাশ্যে) আজ্ঞে—তা আর বলতে। গয়না মেয়ের ত তিন স্যুট তৈরীই আছে. তারপর যৌতুক আপনারা যা' হুকুম করবেন।

যোগেশ। তা আজকাল যেমন হ'য়েছে জানেন তো? দশজন আত্মকুটুম্ব আসবে, আমার মুখ নীচু যাতে না হয় তেমনি করে দেবেন। এই সেদিন মল্লিকদের বাড়ী মেয়ের বে' হ'ল, তাঁদের ওখানে খোঁজ করলেই জানতে পারবেন আজকালকার কি রেওয়াজ—

নবীন। তার মানে যৎসামান্য! হাজার আষ্টেকের ধাক্কা—

যোগেশ। নবীন, তুমি অর্ব্বাচীনের মত অমনি যা তা বকো' না—বুঝলে? এসব স্থলে ওরকম ঠাট্টা তামাসা ভাল নয়। বিবাহ ব্যাপার গুরুতর কাজ! হাজার আষ্টেক! উনি অমনি আঙ্গুলের ডগায় হিসেব বাৎলিয়ে দিলেন। যতীন মল্লিক নিজে আমায় বলেছে বার হাজার টাকা যৌতুকে লেগেছে। হাঁ, যা হ'ক সে মল্লিকদের বাড়ী খোঁজ করলেই—

দেবেন্দ্র। আজ্ঞে সে আর ব'লতে? আপনারা যা হুকুম করবেন তাই হ'বে। আমার ওই একটি মেয়ে বই ত নয়। ঈশ্বরাশীর্ব্বাদে অনেক টাকা রোজগার করেছি, যাতে মেয়েটার একটা ভাল গতি হয় তা অবিশ্যিই করবো।

যোগেশ। আর দেখ, মোটরখানা যা দেবে সে একটা Rolls Royce হলেই ভাল হয়। ছেলের আমার Rolls Royceএর

সখ অনেকদিন হ'ল আছে। তা' আমার যা অবস্থা, তাতে আমি তো আর তা পারি না কিন্‌তে।

দেবেন্দ্র। Rolls Royce?—আমি যে একখানা Minerva কিনে ফেলেছি একরকম! আচ্ছা ছেলের যখন নেহাৎ সখ, তা না হয়—Rolls Royceই দেব—Minerva খানা আমি নিয়ে যাব।

যোগেশ। তা' বেশ তা হলে আর কথা কি? এখন একদিন আশীর্ব্বাদের দিন স্থির করে সংবাদ দেবো।

দেবেন্দ্র। যে আজ্ঞে।

যোগেশ। আচ্ছা বেয়াই মশায়, আপনি তো থাকেন বর্ম্মায়। সেখানে কি করা হয়?

দেবেন্দ্র। আজ্ঞে এখন বিশেষ কিছুই করি না। দুটো চুণীর খনি আছে, Buffalo Co. তার lease নিয়েছে, তারা বছরে দশলাখ টাকা দেয়। তাই এখন আর কিছু করি না (যোগেশ প্রভৃতির মুখব্যাদান।) তা আসুন বেয়াই মশায় একটু মিষ্টি মুখ করে যান।

যোগেশ। মাপ করবেন বেয়াই ম'শায়, ওটি আমার হবার যো নেই—দারুণ অম্বল—হে—উঁ বুঝলেন কি না। তবে রীতিরক্ষার জন্যে একটা একটা করে মিষ্টি আমাদের এখানেই এনে দিন খাই।

নবীন। (স্বগতঃ) মর্ আটকুড়ে মিন্সে, তোর অম্বল তুই না খেয়ে মর্। আমার ভাগটা মারতে বসলি কি বলে বল দিকিন্? (প্রকাশ্যে) ও কথা শুনবেন না ম'শায়, আপনি সব মিষ্টান্ন নিয়ে আসুন, মিত্র মশায় না পারেন আমরা আছি।

যোগেশ। কি নির্লজ্জ বেহায়া তুমি হে নবীন, একটু ভদ্রতা

শিখলে না? অম্বল নয় তোমার নাই আছে, তবু ভদ্রতার খাতিরে এটা বলতে হয় তাও জান না?

সুরেশ। আজ্ঞে—এই—আমারো অম্বল- আমাকেও ওই একটা মিষ্টিই।

দেবেন্দ্র। অবিশ্যি অবিশ্যি, আপনারা যা আজ্ঞে করবেন তাই হ'বে। (নেপথ্যের দিকে) ওগো গিন্নী, এঁদের বড় অম্বল, এঁরা খাবেন না কিছু, একটা করে মিষ্টি পাঠিয়ে দাও।

(ঝি ও চাকরেরা তিনখানা প্রকাণ্ড থালা করিয়া তিনটি ছোট রসগোল্লা ও এক এক গ্লাস জল লইয়া তিনজনের সম্মুখে রাখিয়া দিল।)

নবীন। (স্বগতঃ) ব্যস আমার বেলায় আমি না বলে অম্বল বনে গেল। দুই শালা বেয়াই মিলে আচ্ছা ঠকানটা ঠকালে। একটি তো রসগোল্লা, তা এনেছেন এক এক খানা পরাতে করে— যেন সাহারার মধ্যে ওয়েসিস্।

(আহারান্তে সকলে উঠিলেন এবং যথাযোগ্য সম্ভাষণ করিয়া বিদায় লইলেন)।

(সরসীবালার প্রবেশ)

সরসী। বলি হ্যাগা, তোমার মত্‌লবখানা কি শুনি? এদের সঙ্গে রঙ্গ তামাসা করে যে এদের বিদেয় করে দিলে, মেয়ের বে' দেবে না?

দেবেন্দ্র। শোন কথা! বে' দেব না কি? এই তো বে' ঠিক করে ফেললুম।

সরসী। সে তো শুনলুম, দশহাজার নগদ, বারো হাজার টাকার যৌতুক, তিনস্যুট গয়না, মটর গাড়ী—এ সব মস্করা করবার কি দরকার ছিল বল দিকিন্? দিব্যি ছেলেটা, বড় লোকের ছেলে, তায় বি, এ পাশ, একটু লেগে বেঁধে চেষ্টা করলে এখানে বে'টা হয়েও যেতে পারতো।

দেবেন্দ্র। শুধু পারতো নয়, হ'বে। যা ব'লেছি সব দেবো কোন চিন্তা ক'রো না গিন্নী, শিকার গেঁথে তুলেছি।

সরসী। চিরদিন এমনি করে কাটালে, আজ মেয়ের বিয়ের কথাটায় এই ভাঁড়ামীটা না ক'রলেই হ'ত না?

দেবেন্দ্র। ভাঁড়ামী! বিয়ে ঠিক করে দিলাম আবার ভাঁড়ামী কি?

সরসী। নেও ওসব ফষ্টীনষ্টি আর আমার কাছে করো না, আমার শুনলে ন্যাকার আসে।

দেবেন্দ্র। বেশী ন্যাকার আসে তো একটু হোমিওপ্যাথিক সিনা খেয়ে শুয়ে থাকগে। যোদ্দা সামনের সাতাশে তারিখে খেঁদীর বিয়ে, আটাশে সে শ্বশুর ঘরে যাবে, উনত্রিশে আমরা জাহাজে চড়ে বর্ম্মায় যাত্রা ক'রবো এ আমি বলছি, এ যদি না হয় আমার নাম ফিরিয়ে রেখ।

সরসী। সে তো এর ভেতর সাতবারের কম হয় নি। মান্দ্রাজে ছিলে যতীন মিত্তির, বোম্বায়ে রামগোপাল দত্ত, জয়পুরে গণেশ মহাদেব ইত্যাদি! আর একটা নাম বদলালে কিই বা এমন যাবে আসবে? এখন কোন পাওনাদার পেছনে নেই,

হুলিয়া টুলিয়া এক রকম মিটে গেছে, হাজার আষ্টেক টাকাও হাতে আছে, এই ফাঁকে মেয়ের বিয়েটা দিয়ে নিতে পারলে আমি গঙ্গা স্নান করতুম—সব ঠিক হয়েও এসেছিল—তার মধ্যে—

দেবেন্দ্র। আমি ব্যাপারটা অতি সহজে হাসিল করলাম—একি সহজ অপরাধ ?

সরসী। পাগলের মত কি বক্‌ছো তুমি ?

দেবেন্দ্র। দেখ বাড়াবাড়ি ক'রো না, আর অত কথা কয়ো না। স্ত্রী-বুদ্ধি প্রলয়ঙ্করী। তুমি ঐ বুদ্ধিটা একটু কম খরচ করো। আপাততঃ তুমি—ভাঁড়ার থেকে কিছু সরষের তেল নিয়ে নাকে দিয়ে পড়ে আটাশে তারিখ পর্য্যন্ত ঘুমোও গিয়ে, দেখ বিয়ে হয় কি না হয়! যাও—যাও—যাও বলছি। (তাড়া করিল)

সরসী। ইস্ মরদের তেজ দেখ! মারবে ? মার না। তার চেয়ে নিজের মুখে আগুন লাগাবার চেষ্টা করলে ভাল হয়।

দেবেন্দ্র। এই মাগীই সব পণ্ড করবে দেখছি। হে ভগবান্ মেয়ে মানুষকে তুমি নানা গুণ দিয়ে গড়েছিলে—কোন দিকেই তাকে ভাল করতে ত্রুটী করনি—কেবল ভুল করে তাদের মুখটি চিরে দিয়েছিলে কেন প্রভু ? তাই তো একদিকে তাঁরা স্বামীর কষ্টের রোজগার গোগ্রাসে গেলেন, আর একদিকে সেই মন্দোদরীর সময় হ'তে—ব'কে ব'কে সব মন্ত্র ফাঁস করে স্বামীর মুণ্ডপাত করেন। মেয়েদের মুখটা না থাকলেই কি চলছিল না ?

দ্বিতীয় দৃশ্য ।

রঙ্গিণীগণ

গীত

বঙ্গ আকাশে একি এ ধ্বনি
একি অপরূপ ধ্বনিরে ।
পুত্রের পিতা ক্রন্দন করে
নন্দন বধূ আনিয়ে ॥
কণ্ঠ বিদারি ডাক ছাড়ে মাতা
পিতা করে বৃথা রোষ
কন্যার পিতা কদলি দেখায়
করে নাকো আপশোষ্ ;
এ নহে কাহিনী এ নহে স্বপন
নির্ম্মম সত্য বাণীরে,
সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলিতে
বঞ্চক শুধু ধনীয়ে ।

তৃতীয় দৃশ্য ।

(যোগেশের গৃহ)

যোগেশ ও বিমলা ।

বিমলা । মরি কি পছন্দ ! বল্লুম আমি একবার মেয়েটা দেখি, তা নয়, গেল তিনটে মিন্সে । কি বউই এনেছেন ! কেবল ফুটফুটে রঙ দেখেই ভুলে গেলে ?

যোগেশ। মোটেই না, আমরা সটান বলে দিলাম রঙটা ময়লা, অমনি ঝড়াৎ করে দশ হাজার টাকা নেবে এল।

বিমলা। তাতো এল কিন্তু তাতে নাকটাও উঁচু হ'ল না চোখও কোটর থেকে বেরুল না। একটি ছেলে, তার কি বিয়েই দিলে!

যোগেশ। দেখ গিন্নী, নাক মুখ চোখ মুখে মুখে ভাল ক'রে দেওয়া যায়. কিন্তু মুখে মুখে নকড়ি কুণ্ডুর বন্দকী তমশুক শোধ হয় না। নগদ কোম্পানী দশটি হাজার টাকা, সহজ নয়, এতে করে' বাড়ীটি খালাস হবে, নৈলে কুণ্ডুর পো আর বেশী দিন থামতো না। বেয়াই বেটা নেহাৎ আনাড়ী। ভেবেছে আমি মস্ত বড় লোক, তাই একেবারে দুহাত ঝেড়ে ঢেলে দিয়েছে। তা' ছাড়া মেয়েটা বাপের একমাত্র মেয়ে। জান তার কত বিষয়? দুটি চুনির খনি তাতে বছরে বারো লক্ষ টাকা আসে—সব যে রমেশের হ'বে। সেটা ভাবছো?

বিমলা। এ না হলে পুরুষ মানুষ! তা' বেশ দেখি তোমার নগদ কোম্পানী দশ হাজার; দেও সিন্দুকে তুলে রেখে দি।

যোগেশ। আরে এ টাকা নয় যে চট্ করে সিন্দুকে তুলে রাখবে—এ চেক্। বর্ম্মার ব্যাঙ্কের ওপর চেক। ভাঙ্গাতে পাঠিয়ে দিয়েছি, বলে' দিয়েছি যে বর্ম্মা থেকে টেলিগ্রাফে advice এনে আজই যাতে টাকাটা দেয়। সুরেশ গেছে, এই এলো ব'লে।

বিমলা। এই তোমার নগদ কোম্পানী! চেকের টাকা, দেয় কি না দেয় তাই দেখ।

যোগেশ। হাঃ হাঃ দেবে না কি? একি তোমার আমার চেক?

আর না হয় নাই দিল। তবু গয়না দেখেছ? তুস্থট জড়োয়া, এক স্থট সোণা. খুব কম পোনেরো হাজার টাকার হবে, তাছাড়া আসবাব একেবারে Lazarus কোম্পানীর ছাপ মারা চক্‌চকে নতুন। মোটরখানা ·Rolls Royce হয় নি, তা তাও যা দিয়েছে, অন্ততঃ সাত আট হাজার টাকা তার দাম হবে।

(সুরেশের প্রবেশ)

কি রে? খবর কি? তোর মুখখানা অমন কেন রে? কি হল?

সুরেশ। আজ্ঞে চেক্ ফিরিয়ে দিলে।

ঘো। বুঝি তারিখ লিখ্‌তে ভুলেছে? কি বল্লে? দেখি? (চেকখানা হাতে লইয়া পড়িয়া মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল) গিন্নী, তোমার কথাই ঠিক, বেটা ঠকিয়েছে। বর্ম্মার ব্যাঙ্ক খবর দিয়েছে ওর কোন টাকাই নেই তাদের কাছে। সুরেশ মোটরটা ত'য়ের ক'রতে বল, এক্ষুনি যাব সে ঠক্ বেটা—জোচ্চোর বেটার কাছে। না, না, হয়ত কোন ভুল হয়েছে, তুইই যা', বেয়াই মহাশয়কে দেখিয়ে জিগ্‌গেস করে আয় ব্যাপারটা কি?

সুরেশ। আজ্ঞে আমি তাঁর কাছেই আগে গিয়েছিলুম, শুনলুম তিনি কালকেই চলে গেছেন, কোথায় গেছেন কেউ জানে না!

ঘো। অ্যাঁঃ—বেয়ান?

সু। সব শুদ্ধ গেছেন!

ঘো। অ্যাঁ, তবে উপায়?

বিমলা। আমি আগেই জানি তুমি অমনি একটা গোলমাল করে' বসবে! আমায়—

যো। তোমার গুষ্টির মুণ্ডু জান! কোথায় যাবে সে ঠক বেটা, জোচ্চোর বেটা। আমি তার নামে নালিশ করবো, হুলিয়া দেব—এ টাকা যদি আদায় না করি আমি তবে—আমার নাম যোগেশ মিত্তির নয়। সুরেশ—

সুরেশ। বৌদি একটু ভেতরে যান! একটা লোক আসছে।

[বিমলার প্রস্থান]

(বড় বাবুর প্রবেশ)

বড় বাবু। আপনার নাম যোগেশচন্দ্র মিত্র?

যোগেশ। আজ্ঞে হাঁ।

বড় বাবু। একটা বিল আছে। কালকে সরকার এসে আপনার খোঁজ করতে পারে নি তাই সাহেব আমাকে পাঠিয়ে দিলেন। (বিল বাহির করিয়া দিল)

যোগেশ। (বিল পড়িতে পড়িতে) Lazarus কোম্পানীর furniture ভাড়া? বাদ আগাম দেড়শো টাকা? মারফত দেবেন্দ্র—ওঃ এ সেই শয়তান, শালা, হারামজাদা, নচ্ছার—

বড় বাবু। তবে রে শালা—(চপেটাঘাতের উদ্যোগ)

যোগেশ। আপনাকে নয় মশাই—আপনাকে নয়। এক বেটা পাজী শয়তান বদমায়েস—আপনি সব ফার্নিচার নিয়ে যান, আমি ভাড়া দেবো না—

বড় বাবু। বলেন নিয়ে যাচ্ছি, কিন্তু এ একমাসের ভাড়ার

বিল আর ধোলাই খরচা আপনার দিতেই হ'বে। এ বিলের পাঁচশো পঁয়ষট্টি টাকা দিতে যখন হবেই একমাস না হয় ওগুলো রেখেই দিন না।

যো। না মহাশয় না, একদিনও আমি রাখবো না—এক পয়সাও দেবো না—সব ঠকামি, জোচ্চোরী, বদমায়েসী—

বড় বাবু। সাবধান হ'য়ে কথা ক'য়ো বাপু।

যো। আ হা হা চটেন কেন মশায়? আপনাকে কিছু বলছিনে আমার মাথার ঠিক নেই—বুঝছেন না। সেই শালা পাজীর পাঝাড়া হারামজাদা আমায় ঠকিয়ে পালিয়েছে।

বড় বাবু। ভাল কাজ ক'রেছে—উৎকৃষ্ট ক'রেছে। এখন কথা হচ্ছে যে তুমি টাকাটা দেবে কি না?

যোগেশ। কিসের টাকা? কে দেবে? এক পয়সা নয়।

বড়বাবু। দেবে না, তোমার ঘাড় দেবে—দিতেই হবে। এখন বাপের সুপুত্রের মত না দেও বেলিফ্ এসে ঘাড় মট্‌কে নে যাবে।

যোগেশ। যায় যাবে, এখন তুমি যাও—যাও—বেরোও বাড়ী হতে—যাও তোমার ঐ ফার্ণিচার নিয়ে, ইয়ারকি পেয়েছ? আমার ঠেঞে টাকা আদায় করবে? যাও বেরোও।

বড়বাবু। (উঠিয়া) আচ্ছা দেখা যাবে [প্রস্থান]

(একটী দ্বারবানের প্রবেশ)

দ্বা। বাবু বিল হায় একঠো।

যোগেশ। বিল? কিসের বিল?

দ্বা। বিভান কোম্পানীকা (বিল দিল)

ঘো। পিয়ানো ভাড়া—ওরে বেটা নচ্ছার পাজী হারামজাদা—

দ্বা। কেয়া হামকো গালি ?—(লাঠি উঠাইল)

ঘো। (তিন হাত সরিয়া গিয়া) দোহাই দ্বারোয়ান দাদা, মেরো না দাদা—তোমায় নয় দাদা—এই নেও তোমার বিল—ওই তোমার পিয়ানো—নিয়ে যাও। তাতেও না খুসী হও, সে গুণ্ডটার মেয়েটা আছে —নিয়ে যাও।

সুরেশ। দাদা কি যে বলেন তার ঠিক নেই, ঘরের বউ নিয়ে এ সব কি বলছেন। যাও দরওয়ানজী এখন টাকা পাবে না।

দ্বা। সাহেব নে বোলা—কি রুপেয়া ছোড়কে না যানা। আর রুপেয়া নেই দেগা তো বাজা লে যানা। ফিন রুপেয়া তো দেনেই পড়ে গা—নহি তো আদালতসে বেলিফ্ আয়কে লে যায়ে গা।

ঘো। যায়েগা তো যায়েগা ; এখন তুমি যায়েগা কি না তাই বলো বাবা ? একে তো তোমার ঐ চন্দ্রবদন তার ওপর আবার এই বিষম মুষল তোমার হাতে দেখে দেখে আমার যে ভিরমি লাগছে চাঁদ—এখন পাতলা হও।

দ্বা। কেয়া ? পাতলা হোগা ? কেঁও ? রুপেয়া লে আও।

সুরেশ। কেঁও মেঁও সব বুঝলাম দরওয়ানজী, বাজা তুমি নিয়ে যাও—টাকা সারাদিন বসে থাকলেও পাচ্ছ না। সোজা কারণ এই যে টাকা নেই।

দ্বা। হাঁ, এ সিধা বাৎ, রুপৈয়া নেই হায় তো বিল পর লিখ্ দেও কব্ আনে হোগা, বস্ হামারা ছুট্টি।

যো। তাই দিচ্ছি বাবা, দিচ্ছি এখন রক্ষা করো। (লিখিয়া দ্বারবানকে দিল)

দ্বা। (লইয়া) সেলাম বাবু সাব্ (প্রস্থানোদ্যোগ)

যো। যাচ্ছ কোথায় চাঁদ? তোমার ঐ বাদ্যযন্ত্র নিয়ে সট্‌কাও ও অলক্ষুণে জিনিষ আর ঘরে রাখছিনে।

দ্বা। যো হুকুম। [প্রস্থান]

যোগেশ। ভাই সুরেশ, এর একটা বিহিত করতে হ'চ্ছে। বেয়াড়া আইন এই ইংরেজের। এ শালাকে ফাঁকি দেবার কোন উপায় নেই। তবু যা আছে তা ক'রতে হ'বে। আমি কত আশা করে আছি রমেশের বে' দিয়ে ধারধোর সব শোধ করে আবার মানুষ হয়ে উঠবো। পাওনাদারের কাছে যে আমার মাথার চুল পর্য্যন্ত বাঁধা রয়েছে। সেদিন যে বেটারা এসে আমার মোটরখানা নিয়ে গেল। আমি ভেবেছি যাক্ যা গেল, আর যাবে না। এখন তো কোন শালাকে ঠেকিয়ে রাখতে পারবো না, এবার পথে দাঁড়াতে হ'বে। ও হো হো, এমন সর্ব্বনাশ করে গেল শালা। চল যাই একবার এটর্নীর কাছে, এর একটা বিহিত করতেই হবে। যাহোক্ বেটা মোটরখানা দিয়েছে, মোটরখানা ঠিক করতে বল।

(চাপরাশীর প্রবেশ)

যো। কে বাবা তুমি? (চাপরাশ পড়িয়া) French Motor Car Co—কি তোমার চাঁদ? বিল?

চাপ। হাঁ হুজুর লিজিয়ে।

যো। আর লিজিয়ের দরকার নেই, বুঝতে পেরেছি; টাকা পাচ্ছ নি—নেই। যাও তোমার গাড়ী নিয়ে যাও।

চাপ। গাড়ী লেনেকো হুকুম নহী—

সুরেশ। ওর সঙ্গে কথা কয়ে আর কি করছেন? লাও বিল। (বিল দেখিয়া) ইস্ বেটা এক হাজার টাকা নগদ দিয়ে বাকীটা মাসে দুশো টাকায় ইন্‌ষ্টলমেণ্ট ক'রেছে—(বিলের পৃষ্ঠে লিখিতে লিখিতে) দাদা, ভাল গাড়ী দিয়েছে, দাম আট হাজার। আর তার ভেতর একহাজার টাকা সে নিজে দিয়েছে; এ আবার কি? এযে চিঠি। হুঁ। ও দাদা এ বেবাক্ চুরী! সে হাজার টাকার চেক দিয়েছিল, সেটা dishonour হয়েছে বলে ওরা নোটিশ্ দিয়েছে।

যো। বেশ ক'রেছে। যাও বাবা নোটিশ নিলাম। সাহেবকে বলো গে আদালত ক'রতে। [চাপরাশীর প্রস্থান]

(নকড়ি কুণ্ডুর প্রবেশ)

নকড়ি। যোগেশ বাবু, আমার টাকা? বে'র পরদিন দেবে ব'লেছিলে, আজ তো তিন দিন হ'তে চ'ল্ল।

যো। (মাথা চুলকাইয়া) আজ্ঞে তা—কুণ্ডুমশায়—এই—দিচ্ছি—আপনি দলিলগুলো নিয়ে আসুন।

নকড়ি। সব এনেছি। (বলিয়া দলিল বাহির করিল)

যো। ওহে সুরেশ, ওই বেয়াই মশায়ের দরুণ সেই দশহাজার টাকার চেকখানাই এঁকে দিয়ে দাও, আপনি হাজার টাকা আমায় ফিরিয়ে দেবেন।

নকড়ি। বিলক্ষণ! হাজার টাকা কি? সুদ হয় নি? আপনার দেনা যে ন' হাজার তিনশো বাইশ টাকা দু' আনা।

যো। আচ্ছা যা পাওনা হয় নগদ দেবেন। দাও হে চেকখানা।

সু। (স্বগত) সর্ব্বনাশ, দাদা দেখছি নিজের হাতে দড়ির ব্যবস্থা করছেন। যাক্, (চেকখানা দিল)

যো। তা' হলে দলিল ক'খানা?

নকড়ি। বিলক্ষণ, চেক্ না ভাঙিয়ে দলিল ফেরত দেব কি হে বাপু! চেক্‌খানা ক্যাশ হ'ক তারপর—ওর নাম কি, রাধে গোবিন্দ! (প্রস্থান)

যো। বস্ প্যাজ পয়জার দুই হ'ল। আমি ভাবলাম বেটাকে চেকটা দিয়ে আপাততঃ দলিলটা আদায় করে নি, তা'হলে বাড়ীখানা অন্যত্র বন্ধক দিয়ে হাজার বিশেক টাকা এখন তুলতে পারতাম। ওকে ওর দশহাজার টাকা ফেলে দিয়ে আর দশ হাজারে উপস্থিত বিপদ থেকে উদ্ধার পেতাম। তা ও বেটা আসল সুদখোর! থাক্ এবার সোজা ডোবা ছাড়া আর উপায় নেই। আরে ও রূপচাঁদ—আরে এসো ভাই এসো। শোন শোন। যাও তো সুরেশ, ও বেটা হাতের গোড়ায় এসে প'ড়েছে গয়নাগুলো একবার যাচাই করে দেখি। বেটা যে ঠক্—কি দিয়েছে তার ঠিকানা কি? নিয়ে এসো তো বৌটার গয়নাগুলো।

(সুরেশের প্রস্থান ও রূপচাঁদের প্রবেশ)

এসো ভাই—এসো। একটা কাজ আছে ভাই। ছেলের বিয়ের গয়নাগুলো ভাই তোমাকে দেখাতে হচ্ছে বেটা ঠকাল নাকি?

(সুরেশের গহনা লইয়া প্রবেশ)

রূপচাঁদ। (গহনাগুলি পরীক্ষা করিতে লাগিল) এ ক'খানার সোণা ভালই আছে, ওজনেও নেহাত্ হালকা নয়—এ সোণার গয়না ক'খানা পাঁচশো টাকা হ'বে। আর এ গুলো—এ হীরের নেকলেস্—অ্যাঁ—তাই তো, এ যে দেখছি সব কাঁচ; ব্রেসলেট—হ্যাঁ এও—তাই। মুক্তোগুলিও দেখছি সবই ঝুটো—এ সব একেবারে ফাঁকী—এ সোণাও নয়। এর সব শুদ্ধ দাম একশো হয় তো—ঢের।

যো। (মাথায় হাত দিয়া) অ্যাঁ—া—া—

সুরেশ। যাক্ বেটা যে বেবাক্ ঠকায়নি সেই ঢের—পাঁচশো টাকা যে খাঁটি তাই—বা মন্দ কি? চোরের রাত্রিবাসই লাভ দাদা।

রূপচাঁদ। তবে আসি ভাই। (প্রস্থান)

যোগেশ। চল চল এটর্নী বাড়ী চল—তার আগে—হাঁ—গিন্নী বউটাকে নিয়ে এসো।

(বধূ সহ বিমলার প্রবেশ)

তবে রে সয়তানের বেটী, বেরো—হারামজাদী বাড়ী থেকে বেরো—যা তোর সেই—সেই—সেই—ওর নাম কি বাপ বেটার কাছে!—বেরো।

বিমলা। কি বলছো গো! নতুন বৌ ওকে কি বলছো?

যো। আশ্নে রাখ তোমার বউ? সে হারামজাদা কি করেছে শোন—বলতো সুরেশ।

সুরেশ। ভদ্রলোক একেবারে ঠকান নি। গয়না দিয়েছেন প্রায় দুশো টাকা—বাদবাকী সব ফাঁকী।

বিমলা। ওগো আমার কি হ'বে—এই আসবাব পত্র ?

সুরেশ। সব বাকীতে ভাড়া করেছেন, আর তার বিল পাঠিয়েছেন দাদার কাছে।

বিমলা। ও পোড়ারমুখী; এই তোর মনে ছিল ? বেরো—ঝাঁটাখাকী—বেরো ! তোমার আর মরবার জায়গা ছিল না, তাই মরতে গেছলে এই মুখপুড়ী বাঁদরীর কাছে।

যো। সুরেশ, গাড়ী তৈরী হল ?

সুরেশ। আজ্ঞে হ্যাঁ।

যো। এখন জিজ্ঞেস কর ওই আবাগের বেটীর কাছে ওর হাড় হাবাতে বাপই বা আছে কোথায়—আর কলকাতায় ওর কেই বা আছে যার কাছে ওকে রেখে আসা যায় ?

বিমলা। কি লো, বল্ না কে আছে তোর ? কোন্ চুলোর দোরে তোকে ফেলে দিয়ে আসতে হবে ? কোথায় কোন ভাগাড় আছে বল ?

ইন্দিরা। আমার কেউ কোথাও নেই।

যোগেশ। বলিহারি যাই, কাণ জুড়িয়ে গেল। কেউ কোথাও নেই তো—তোমার সোণার চাঁদ বাপটী এমন মাণিকছড়া ফেলে উধাও হলেন কোন দিকে ?

ইন্দিরা। জানি না, তিনি কোনও জায়গায় বেশীদিন থাকেন না, অনেক জায়গায় ঘুরে ঘুরে বেড়ান এখন কোথায় গেছেন কিছু জানিনে।

যোগেশ। কেন বর্ম্মায় ?—যেখানে তোমার সেই চুণী পান্নার খনি ?

ই। সে সব মিথ্যে কথা।

যো। সে আঁচ করেছিলাম। এখন বড়লোকের বেটী, যাবে কোথায় তাই ঠিক কর, এ গৃহে তোমার ঠাঁই হবে না।

ই। (কাঁদিয়া) আমায় তাড়াবেন না, আমার কোথাও কেউ নেই—আমায় পথে দাঁড় করাবেন না—আমার তো কোন দোষ নেই।

যোগেশ। না-না-না মহাভারত! পণ্ডিতে চ গুণা সর্ব্বে মূর্খে দোষা হি কেবলম্। পণ্ডিতদের সবই গুণ কেবল দোষের মধ্যে তারা মূর্খ। তোমারও তেমনি সবই গুণ কেবল দোষের মধ্যে সব মেকী সব ফাঁকি। সে দোষগুণ বিচারের দরকার নেই, চট্‌পট্ ঠিক করে ফেল কোথায় যাবে।

ইন্দিয়া। আমি যাব না।

বিমলা। (ঠোনা মারিয়া) যাবেন না; রাজার নন্দিনী—ওঁর মরজী উনি যাবেন না। ঘাড় ধরে ওকে নিয়ে যাও না ঠাকুর পো, রাস্তায় কোথাও বসিয়ে দাও গে। হাত পেতে ভিক্ষে মেগে খাক্ গে। যাঃ বেরো! (প্রহার)

ই। মা গো, আমায় মেরো না।

বি। না মারবো না, শতেক খোয়ারী হারামজাদী নচ্ছার মাগী—বেরো না ঘর থেকে; তবেই তো মারবো না।

ই। আচ্ছা যাচ্ছি! আমার কাপড় চোপড়ের তোরঙ্গ তিনটে আর গয়নাগুলো দিন।

যোগেশ। কেন চাঁদ—কোথায় যাবে মতলব ক'রেছ? সে সব হ'চ্ছে না। কাপড়চোপড় গয়না নিয়ে গিয়ে ঘর ভাড়া করবে মনে ভেবেছ? আমাদের নাম হাসাবে ঠাউরেছ? সে হচ্ছে না—আমি বরং সোজা নিয়ে তোমায় মাঝ গঙ্গায় টুপ্ করে ফেলে দিয়ে আসবো।

ই। আমি স্কুল বোর্ডিংএ যাব, যেখানে আমি আগে ছিলাম সেইখানে।

যো। বহুত আচ্ছা, চল।

ই। আমার জিনিষপত্তর—গয়না।

যো। আবার জিনিষপত্তর—দেওতো গিন্নী ওর থান দুই কাপড় জামা।

সুরেশ। না দাদা, বউমা যদি বোর্ডিংয়ে যায় সেখানে সব মেয়েদের সঙ্গে পরামর্শ করে একটা মামলা ফেসাদ বাধিয়ে বসবে। ওর গয়না কাপড় চোপড় ওকে দিয়েই বিদায় করুন।

যো। তাই নাকি? আচ্ছা দাও তবে দাও সবই গাড়ীতে উঠিয়ে দাও—এই নাও তোমার গয়না। যাও গিন্নী তোরঙ্গগুলি পাঠিয়ে দাও গে!

[বিমলার প্রস্থান]

ই। আমার স্বামীকে একবার দেখতে পাব না?

যো। মর্ আবাগের বেটী, বেহায়া দেখ—কোথাকার অজাত মেয়েটা এনেছিলাম গো। না গো না ওসব সোয়ামী টোয়ামী তোমার নেই ধর। ছেলেকে আমি মাস না হোতে বিয়ে

দেব। তার কাছে চিঠিপত্তর লিখো না খবরদার বলছি! এখন চল। [বধূকে ঠেলিতে ঠেলিতে লইয়া প্রস্থানোদ্যোগ]

বিমলা। হ্যাঁ গা তুমি যাচ্ছ কোথায়? ঠাকুর পো ওকে রেখে আসুক, তুমি বাড়ী থাক। সেঁকরা যে আমার নতুন তাগা নিয়ে আসবে এক্ষুণি।

যো। হাঁ—তাও বটে। সুরেশ তুমিই ওকে নিয়ে যাও; ওকে রেখে চট্‌পট্ চলে আসবে, কোন কথাবার্ত্তা কইবে না। (সুরেশ ও বধূর প্রস্থান)। এই যে মাণিক এসো. এনেছ তাগাটা?

(মাণিকের প্রবেশ)

গিন্নী, যাও তো তোমার সেই হারছড়াটা নিয়ে এসো মেরামত করতে দি।

[বিমলার প্রস্থান]

(মাণিকের নিকট হইতে তাগা লইয়া) হাঁ তা বেশ হয়েছে। এখন গিন্নীর মন উঠলে হয়—আচ্ছা ওজন কর দেখি।

(মাণিক ওজন করিতে লাগিল। বেগে বিমলার প্রবেশ)

বিমলা। ওগো, সর্ব্বনাশ!

যোগেশ। অ্যাঁ—কি—

বি। সিন্দুকে কিচ্ছু নেই।

যো। সেকি? কিচ্ছু নেই কি?

বি। আমার সর্ব্বনাশ হ'য়েছে—এই দেখ তোমার গুণধর ছেলের কীর্ত্তি দেখ। (একখানা কাগজ দিল)

ঘো। (পড়িল)

মা আপনারা আমার শ্বশুরের কাছ থেকে অনেক টাকা নিয়েছেন তা' থেকে একপয়সাও আমাকে দেবেন না জানি। তাই চুরী করে নিতে হল। আমি বিদেশে চল্লাম। ইতি রমেশ

(যোগেশ কাঁপিতে কাঁপিতে বসিয়া পড়িল)

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য।

ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের সম্মুখ।

অম্বিকা। আরে এই যে রমেশ, কবে এলে, কোথায় ডুব মেরেছিলে এতদিন?

রমেশ। (চমকাইয়া উঠিয়া তার দিকে চাহিয়া রহিল।)

অ। বাঃ হাঁ করে চেয়ে রইলে যে? ব্যাপার কি?

রমেশ। ভাবছি—

অ। হঠাৎ কি ভাবনা হল তোমার? কি ভাবছো?

রমেশ। ভাবছি তোমার আক্কেলখানা। আমি এত কষ্ট করে মার সিন্দুক থেকে টাকা চুরী করে সাত বছর বিলেত ঘুরে সাহেব ব'নে এলাম, আর তুমি কি না আমায় অম্লান বদনে চিনে ফেল্লে?

অ। তাই নাকি? বিলেত গেছলে? আমি ভাই আজ আট বচ্ছর দেশ ছাড়া, জানই তো সেই দিল্লীতে চাকরী নিয়ে গেছলুম, খবরাখবর কিছু জানি না।

রমেশ। জানি না বল্লেই হল! আমি কি সুড়্‌সুড়্‌ করে যে কোন sneakএর মত বিলেত গিয়েছিলাম যে জানবে না? আমি গয়েছিলাম একটা লাট বেলাটের মত। মাসাবধিকাল খবরের

কাগজে আমার বিলেত যাওয়া নিয়ে লেখালেখি হয়েছিল—আর বল্লেই হল জানি না It is an insult.

অ। I am sorry. এত হয়েছিল ? কেমন কি হয়েছিল শুনি ?

রমেশ। তবে শোন। টাকাটা আমি কি রকমে সংগ্রহ করেছিলাম তা তো বল্লাম। আমি ততটা ভাবিনি, কিন্তু আমার পিতৃদেব এ নিয়ে একটা ভয়ানক হাঙ্গামা বাঁধালেন—তিনি পুলিসে খবর দিয়ে বসলেন; অমনি একদফা কথাটা কাগজে বেরিয়ে গেল। আমি যেদিন বম্বে পৌঁছুলুম সেদিন দেখলুম আমার খ্যাতি সেখানকার কাগজে পর্য্যন্ত পোঁচেছে। আমার হঠাৎ একটা দারুণ সুবুদ্ধি এল, মনে ভাবলুম যে আমি নাম না ভাঁড়িয়েই passage book করেছি যখন, তখন পুলিশ গিয়ে জাহাজেই আমায় ক্যাঁক করে ধরবে। তাই আমি তক্ষনি গিয়ে Aden পর্য্যন্ত যাবার একখানি ডেকের টিকিট করে জাহাজে উঠে বসলুম।

অ। ভয়ানক সাহস তো তোমার, আমি হ'লে তো সে জাহাজের ধার দিয়েও ভিড়তুম না, পরের জাহাজে যেতুম।

রমেশ। আমিও সে কথা ভেবেছিলুম ; কিন্তু অতগুলো টাকা লোকসান করতে মন কেমন ক'রলো ; তাই জাহাজে উঠে বসলুম। যা ভেবেছিলুম তাই হ'ল। পুলিস জাহাজে এসে খোঁজ করতে করতে একটা লোককে আমি বলে সন্দেহ ক'রে ধ'রে নিয়ে গেল। বস্ নিশ্চিন্ত হ'লাম। জাহাজ ছাড়বার পর আমি নিশ্চিন্ত মনে আমার কেবিন দখল করে বসলাম। ক্যাপ্টেন তো অবাক্। কিন্তু

আমি যেন কিছু জানি না এ ভাবটা এমন চমৎকার করে অভিনয় করে গেলুম যে কেউ আর গোলমাল করতে ভরসা করলে না। আর জাহাজখানা জার্ম্মান জাহাজ, তাদের অত মাথা ব্যথাও ছিল না। তারপর সেই ভুল লোকটাকে নিয়ে অনেক সোরগোল, অনেক কাগজে লেখালেখি হয়েছিল। শেষে বাবাকে আমার নামে নালিশ উঠিয়ে নিতে হ'ল।

অ। ওঃ এই তোমার লাটবেলাটের মত যাত্রা? তা বেশ। তা বিলাত গিয়ে হয়ে এলে কি?

রমেশ। দেখতে পাচ্ছ না? হয়েছি সাহেব।

অ। তা' তো হ'য়েছ – আর কি হয়েছ?

রমেশ। আর কিছু হবার সুবিধে হ'ল না। যে টাকা আমি সিন্দুক ভেঙ্গে পেয়েছিলুম, দেখা গেল তাতে লণ্ডনে মাসখানেক মাঝারি রকমের ফূর্ত্তি করা ছাড়া আর কোন কিছুই করা যায় না। বাবা টাকা পাঠালেন না, কোম্পানীর কাগজগুলো বিক্রী করা গেল না, তাই বছর কয়েক নানা ফিকির ফন্দী ক'রে, সেখানকার বন্ধুবান্ধবদের সবাইকে ঠকিয়ে কিছু টাকা সংগ্রহ করে ফিরে এলুম।

অ। বেশ হয়েছে, পাপের উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত হয়েছে।

রমেশ। না ভাই, অন্যায় কথা বলো না। আমি যা করেছিলাম তাকে দেশ কাল পাত্র হিসাবে আমি পাপ বলে তখন মনে ক'রতে পারি নি। আমি সেইবার বারচারেক ফেল করে সবে বি, এ পাশ করেছি—তখন বাবা আমার গলায় গেঁথে দিলেন একটি বউ।

অ। সেটা এমন কিছু নূতন বস্তু বলে মনে ক'রতে পারছি না।

রমেশ। নূতন তো নয়ই, কতকটা তাইতেই সেটা মনে ধ'রলো না। আমার মনে মনে অনেক Romance ছিল। সেই নেকড়ার পুঁটুলিটা দেখে সে রোমান্সের গায় ভয়ানক ধাক্কা লাগলো ---তাই চটে গেলুম।

অ। অতএব মায়ের সিন্দুক ভাঙ্গলে—

রমেশ। অতএব নয়। শোনই আগে। আমি দেখলুম বিয়ের আসরে বসে বাবা করকরে একখানা দশহাজার টাকার চেক ব্যাগে পুরলেন। আমি ভাবলুম ওই চেকখানা পেলে আমার মানবজন্ম সার্থক করতে পারি। কিন্তু জানতুম সে হবার নয়, ওর একপয়সাও আমার ভোগে আসবে না—তাই, অতএব—বুঝলে কি না ?

অ। তা' বেশ। এখন এসে ক'রছো কি ?

রমেশ। এখন ভাগ্যদেবীর আস্তানা খুঁজে বেড়াচ্ছি।

অ। সন্ধান কিছু পেয়েছ ?

রমেশ। কিচ্ছু না। ফিরে এসে দেখতে পেলুম বাবা দেউলে হয়ে ধীরে সুস্থে প্রাণত্যাগ করেছেন।

অ। তাই নাকি ? কেন এমন হল ?

রমেশ। যাতে হয়। দেদার ধার করেছিলেন, ভেবেছিলেন আমার বিয়ে দিয়ে শোধ ক'রবেন। কিন্তু আমার শ্বশুর তাঁর চাইতে ঢের চালাক তিনি সমস্ত ভারতবর্ষের ত্রিশ কোটী লোককে

ঠকিয়ে এসে আমার বাবার উপর এক হাত দেখিয়ে গেছেন। চেকটা যা দিয়েছিলেন তার টাকা পাওয়া যায় নি! জিনিষপত্তর যা দিয়েছিলেন সে ভাড়ায়—ভাড়ার টাকা বাবার কাছ থেকে আদায় করেছে। আর শ্বশুর মহাশয়কে কোন দেশেই খুঁজে পাওয়া যায় নি।

অ। তাই তো, ভয়ানক কথা। তোমার মা কেমন আছেন, কোথায় আছেন?

রমেশ। মা তাঁর ভায়ের কাছে গিয়ে বেশ জমিয়ে বসেছেন। আমার মুখ দেখা বিষয়ে তাঁর একটা ভয়ানক বিতৃষ্ণা জন্মে গেছে।

অ। তোমার স্ত্রী?

রমেশ। সেটা ঠিক জানবার সাবকাশ হয় নি। কেবল এইটুকু জানা গেছে যে বাবা তাঁকে রাস্তায় বের করে দিয়েছিলেন। এই একটা উপকার যে তিনি করে গিয়েছেন সেইজন্য তাঁর কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

অ। তুমি একটা Scoundrel. তোমার দুঃখের কথা শুনে দুঃখিত হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু পারছি না—যেহেতু তুমি একটি আস্ত বাঁদর।

রমেশ। তোমার বিচারশক্তিকে নিন্দা করতে পারি না।

অ। এখন কি করবে ঠিক করেছো?

রমেশ। ঠিক কিছু করে উঠতে পারি নি। তবে ঠিক করবার চেষ্টায় আছি। একটু সামান্য difficulty হয়েছে। যখন আমি বিলাত যাই তখন দেখে গেছলুম যে, যে কোনও idiot একবার

লণ্ডনের বুড়ি ছুঁয়ে এলেই এদেশে একটা কেষ্ট বিষ্টু হ'য়ে বসে। তাই ভেবেছিলুম বিলেতে যাই—দুর্দ্দশা হ'ক না হক্ এদেশে এলে একটা ভাল চাকরী মিলবেই। ফিরে এসে দেখি বাজার একদম্ বদলে গেছে।

অ। তা' গেছে; এখন আর বিলেত ফেরত দেখলেই লোকে হাঁ করে চায় না। এখন একটু আধটু জানতে চেষ্টা ক'রে যে কি সার্টিফিকেটটা তার আছে।

রমেশ। সার্টিফিকেটে কুলোয় না দাদা। আমি বিলেত থেকে বেশ ভাল কাগজে ছাপিয়ে অনেকগুলো সার্টিফিকেট এনেছি। তারমধ্যে কয়েকখানা সেই লোকদের নিজের দেওয়া। চিঠি লিখে আমেরিকা থেকে গোটা দুই ডিপ্লোমা আনিয়েছি। তা দেখিয়ে অনেকে বেশ একটু impress করেছি। কিন্তু মুস্কিল হচ্ছে এই—যে যারা impressed হয় তাদের হাতে চাকরী নেই, আর যাদের হাতে চাকরী আছে তারা impressed হয় না।

অ। তা বটে, আজকাল এমনি অবস্থাই হয়ে দাঁড়িয়েছে। তা যাক্, এখন আছ কোথায়?

রমেশ। আমার official address হচ্ছে Middleton Street, সেখানে আমার লণ্ডনের এক পুরোণো ইয়ার আছে, তার কাছে চিঠিপত্র যায়। বাস্তবিক থাকি আমি খুড়োর বাসায়। কিন্তু বেশীদিন তিনি আমায় ঠাঁই দেবেন বলে' মনে হ'চ্ছে না।

অ। হুঁ - আচ্ছা এখন আসি ভাই। যদি সময় পাও একদিন আমার সঙ্গে দেখা ক'রো, আমাদের বাড়ী তো চেনই। আর

যদি কেরাণীগিরি করতে আপত্তি না থাকে তো একবার খোঁজ করো' আমার হাতে মাঝে মাঝে তেমন চাকরী থাকে।

রমেশ। ফোঃ—কেরাণীগিরি! তাতে জাতও যাবে পেটও ভরবে না। তার চেয়ে যদি তুমি সত্যি আমায় help করতে চাও তো একটা কাজ করতে পার। হাজার দশেক টাকা যদি তুমি invest করতে পার তবে share marketএ আমি তোমার হয়ে খেলতে পারি। লাভ যা হবে তা' আর্দ্ধাঅর্দ্ধি ভাগ হবে। তাতে তুমি আমি দুজনেই বড়লোক হ'তে পারবো। নিদেন পাঁচ হাজার হ'লেও চলে।

অ। হাঁ, তা তুমি তোমার যে পরিচয় দিলে তাতে তোমার হাতে বিশ্বেস করে টাকা দিতে ইচ্ছে করে বই কি? কিন্তু অত বাড়তি টাকা তো আমার নেই। আচ্ছা ভাই তবে এখন আসি।

রমেশ। দাঁড়াও রসো', একটা কাজ করতে পার? কুড়িটা টাকা ধার দিতে পার, বড় বিপদে পড়েছি ভাই।

অ। ধার?

রমেশ। As you please, তবে ধারটাই আমার করা অভ্যাস তাই বলছি।

অ। (কুড়ি টাকা দিয়া) এই নাও। এখন আসি।

[প্রস্থান]

রমেশ। Lovely! aint it fine? একেই বলে ভগবানের দয়া! এখন এই বিশ টাকার ওপর দিয়ে বড়মানসী করে' আজ যদি কাজটা হাসিল ক'রতে পারি তবে আর বোধহয় ভাবতে

হ'বে না। কিন্তু আজ না হ'লে কাল আর চলবে না। ছুঁড়ীটা এল না—এখনো এল না? একমাস হ'ল খেলিয়ে বেড়াচ্ছি বাবা, কবে ডাঙায় তুলবো কে জানে? তবে মাছটা বড়; ছুঁড়ীর টাকা আছে। আর দেখতেও বেড়ে। একবার ওকে গেঁথে তুলতে পারলে পায়ের উপর পা দিয়ে ব'সে খাব। কিন্তু আর তো খেলান চলবে না একটু দেখি।

[প্রস্থান]

(তরলার প্রবেশ)

গান।

ভাগ্য দেবীর আস্তানা সে
কোনখানে গো কোনখানে?
কোন অমরায় কোন বনে যে--
কোন সাগরের মাঝখানে?
সোণার তালের কাঁড়ী যেথায়
হীরায় নদী হায় বয়ে যায়
মুক্তা ফলে বনে বনে,
কোনখানে গো কোনখানে?
মন্ত্র কি তার পূজা কেমন
কোন পুরোহিত ধেয়ান কেমন
কে জানে গো কে জানে?
কোন রাতে যে নেচে বেড়ায়
কোনখানে গো কোনখানে?

বলতে পারে কেউ কোনখানে ? এ দু'বচ্ছর তার সন্ধান ক'রে ফিরছি। সন্ধান মিলবে কি ? বল ঠাকরুণ ? কোন্ পথে না তোমায় সন্ধান ক'রেছি। লেখাপড়া যৎকিঞ্চিৎ ক'রেছি— ছেলেবেলায় প'ড়েছিলুম, লেখাপড়া ক'রে যেই, গাড়ী-ঘোড়া চ'ড়ে সেই—ডাহা মিথ্যে কথা—ট্রামগাড়ী বই অন্য কোনও গাড়ীই স্রধু লেখাপড়া ক'রে চড়া যায় না। করলুম তো অনেক চেষ্টা। দশ জায়গায় মাষ্টারী ক'রে অনেক কষ্টে দুটো ক্ষুদ-কুঁড়ো বই জুটলো না। তারপর ধার ক'রলুম। কত ফিকির করে কত জায়গায় ধার করে বেড়ালুম, আশা, যে একদিন তুমি মুখ তুলে চাইবে ? এমনি করে ক' বচ্ছর চালালুম। তারপর এই রূপ—এটাকে নিয়ে তো এই দু'বচ্ছর চেষ্টা চরিত্রের ত্রুটি ক'রছি নে। মুখখানা দেখে অনেকে ভোলে, ভোমরার মত ছুটে আসে, কিন্তু ট্যাকের কড়ি ছাড়বার কথা হ'লেই দেখি লম্বা দেয়। হাঁ দু দশটাকা পেতে পারতুম বই কি ? কিন্তু এমন দামী মাল সস্তায় ছাড়বো ? যদি ছাড়তেই হয় ; চড়া দামে ছাড়বো। তাইতো সন্ধান করে' ফিরছি এমন একটি লোকের—যার কাঁধে চড়তে পারলে আর টাকার চিন্তা থাকবে না। এমন লোক তো আছে! দু'চারটা যে না ভিড়েছে এধারে এমন নয়, কিন্তু যেই ডাঙ্গায় তোলবার চেষ্টা ক'রেছি অমনি কোনও না কোনও ফিকিরে সে ছিটকে পালিয়েছে। এমন বরাত! তাই এ রূপের পসরা নিয়ে ভবের হাটে বেসাতির চেষ্টায় ফিরছি, কিন্তু খদ্দের জুটে উঠলো না। এখন এই লোকটা কি হয় দেখি ? লোকটার পয়সা আছে। খরচ করছে তো দু'হাতে। আর তা'

ছাড়া দেখতেও ছোঁড়া মন্দ নয়। বলবো কি—এক এক সময় মনে হয় যে দূর হ'ক সব টাকা-পয়সার চিন্তা ; ওকে নিয়ে যে ক'রে হোক ভেসে পড়ি। কিন্তু আমার চাই টাকা, অত বেকুব হ'লে চলবে কেন? টাকার ব্যবস্থাটা ঠিক না ক'রে ছাড়া হ'বে না। দেখি কিছু সুবিধা ক'রতে পারি কি না?

(রমেশের প্রবেশ)

রমেশ। এই যে my angel! আমি তো ভাবছিলুম তুমি বুঝি এলেই না।

তরলা। না এসে উপায় আছে? তুমি আমায় কি ক'রেছ প্রিয়তম? ঘরে থাকতে যে আমার একদণ্ডও মন টেঁকে না। যতক্ষণ তোমায় না দেখতে পাই ততক্ষণ প্রাণ ছট্ ফট্ করে, ঘরে বসে' যেন মরার মত পড়ে থাকি। কিন্তু কি ক'রবো বল, আমি বন্দিনী পরাধীনা। ঘরে স্বামী আছে, সে না ছাড়লে তো আসতে পারি না। এই আজ—সে যেন আর আফিস বেরুতেই চায় না। অনেক ক'রে—তোয়াজ করে' তাকে পাঠিয়েই অমনি ছুটে এসেছি।

রমেশ। তরলা, আর কতদিন এমনি চাতকের মত আকাশের দিকে হাঁ করে বসে' থাকবো, কবে তোমার স্বামীটি দয়া করে'—এক ফোঁটা জল ছেড়ে দেবেন তবে পাব? তুমি চলে এসো আমার কাছে—আমি আর তোমায় ছেড়ে থাকতে পারি না।

তরল। এক ফোঁটা জল বল্লে একে, 'ললিত? আমি যে আমার সমস্তটা প্রাণ তোমাকে দিয়ে বসেছি প্রিয়তম!

রমেশ। (স্বগত) কিন্তু unfortunately তোমার পিতৃদত্ত লক্ষ মুদ্রার একটিও এ পর্য্যন্ত ছাড়নি। (প্রকাশ্যে) সত্যি কি ? তবে কিসের জন্য তুমি আসছো না আমার কাছে ? আজ আর আমি তোমায় ফিরে যেতে দেবো না। কেন যাবে ?

তরলা। আসবোই তো আমি বলেছি তোমায়! কেবল টাকাগুলো ব্যাঙ্ক থেকে তুলতে পারলেই হয়, তা, তা, স্বামী ম'শায় কেবল টাল বাহানা করে দেরী ক'রছেন।

রমেশ। ছাই—টাকা। টাকা আমি তোমায় দেব। আমার কি টাকার অভাব আছে ? তা—হ্যাঁ—কত টাকা আছে ব্যাঙ্কে তোমার ?

তরলা। সওয়া লক্ষ টাকা।

রমেশ। কার নামে আছে, তোমার নামে তো ?

তরলা। হ্যাঁ।

রমেশ। টাকা তো তোমার বাপের দেওয়া, স্বামীর নয় তো ?

তরলা। হ্যাঁ, আমার বাবাই সে টাকা দিয়েছিলেন।

রমেশ। কোন ব্যাঙ্কে আছে টাকাটা ?

তরলা। Imperial Bank এ!

রমেশ। তা বেশ তো চলনা সেখানে, তুমি নিজেই গিয়ে টাকাটা তুলে নেও গে।

তরলা। কিন্তু রসীদখানা যে স্বামীর কাছে আছে।

রমেশ। রসিদ—নম্বর মনে আছে ?

তরলা। আছে।

রমেশ। (স্বগত) তবে রসীদ হারিয়েছে বলে Duplicate নিলেই হবে। এখন আর হাতছাড়া কর্‌' হচ্ছে না। (প্রকাশ্যে) তবে চল আমার সঙ্গে, আজ আর ফেরা হবে না। পারি টাকা উদ্ধার ক'রবো, না পারি আমি তোমায় সে টাকা দেবো। চলে এসো।

ত। (হাসিয়া) পাগল, অত অস্থির হতে আছে! আজ থাক না।

র। (তরলার হাত ধরিয়া) না তরলা, আর থাকবো না, চল। টাকার জন্ম ভাবছো, চল, এখুনি বাড়ী গিয়ে তোমাকে সওয়া লক্ষ টাকার চেক্‌ লিখে দিচ্ছি।

ত। কোথায় যাব ? (স্বগতঃ) মন্দ কি ? এ ঠিক দেবে, মিন্সে ম'রেছে। আর একটু ঢিল না কা'টলে চলছে না।

র। আমার বাড়ী চল।

ত। বড় ভয় হচ্ছে আমার।

র। কোন ভয় নেই প্রিয়তমে, আমার মুখের দিকে চাও— আমায় বিশ্বাস কর।

ত। তা ছাড়া আর উপায় কি ?

র। Hurrah! চল (তরলাকে বগলদাবা করিয়া লইয়া চলিল)।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

রঙ্গিণীগণের গীত।

ভবের ক্ষেতে ছাই ছড়িয়ে ভাবছো বসে ফলবে সোণা
পাপের সারে তৈরী জমীন, উঠবে সেরা পুণ্যদানা।
আপনি হবে ঠকের সেরা, ছেলে চাও সব যুধিষ্ঠির
মনের সুখে ফুর্ত্তি করো ছেলে হবেন ধর্ম্মবীর!
এমন ব্যাপার ধরায় কভু হয় নাকো ভাই হয় না,
ফলটী যেমন চাইবে তেমন জমীনে চাই বীজবোনা॥

তৃতীয় দৃশ্য।

ড্রইং রুম

তরলা

ত। একমাস ত গেল, এখনও লোকটাকে ঠিক চিনে উঠ্‌তে পারলুম না। সারাদিন যে কি ধান্ধায় ঘুরে বেড়ায়, বুঝি না। যত বড় লোক ঠাউরেছিলাম তা দেখছি নয়। থাক্ তা মন্দ কি— যা' আছে এর—তাই বা আমি কবে কোথায় পেয়েছি। এত দিনেতো কেবল নাকালের উপর নাকাল যাচ্ছে। বহুকষ্টে একটী ধাত্রীগিরি করে কোনও মতে চল্‌ছিলই ত না, পাঁচিশ টাকা মাইনার জোরে ত পাঁচশ টাকা যো সো করে ধার করে বসেছিলাম!

তার চেয়ে এ মন্দ কি ? আরামে ত আছি। যে করে হ'ক খাওয়াচ্ছে ত আমায় ? নিজের মোটর না থাক্ ট্যাক্সি করে তো হাওয়া খাচ্ছি ? এ মন্দ কি ?—মন্দ কিছু নয়, তবে বড় আশায় ছাই পড়েছে। ভেবেছিলুম ধর্ম্মই যখন খোয়াচ্ছি তখন এমন একটা বড় লোকের ঘাড়ে চাপ্‌বো যাতে চিরজীবন পায়ের উপর পা দিয়ে বসে খাবো। এ মিন্সেকে দেখে ঠাউরেছিলাম মস্ত বড় লোক—দেখ্‌ছি ঠকেছি। যাক্ কি আর হ'বে। যে ক'দিন এমনি চলে—চলুক। বরাতে থাকে এর পরে, বড় লোক জুটেও যেতে পারে। এখন বোধ হয় মিন্সের আসবার সময় হয়েছে। যাই একটু সাজগোজ করে আসি।

(প্রস্থান)

(রমেশের প্রবেশ)

রমেশ। ওঃ কি শয়তানী! একেবারে বেবাক্ ফাঁকি। হারামজাদীকে এই এক মাস ধরে খাওয়াচ্ছি, তোয়াজ করছি, এই ব্যাঙ্কের সওয়া লক্ষ টাকার আশায়! কত ফিকির করে চালাচ্ছি। আর—হাঁ—ওর কপাল আছে বল্‌তে হবে। ওকে নিয়ে বেরিয়েই রেস খেল্‌তে গেলাম, অম্বিকার সেই কুড়িটি টাকা সম্বল ক'রে—আর সেই দিনই কি পাঁচশো টাকা পেয়ে গেলাম! তারপর এদিক সেদিক ঠকামি জোচ্চুরী করে চালাচ্ছি তো একরকম! এ একরকম ওরই বরাতে বল্‌তে হ'বে। তবু এমন শয়তানী! উঃ আমার ওকে ছিঁড়ে খেতে ইচ্ছা ক'রছে। একমাস হ'ল ও আমায় কেবলই ভাঁড়াচ্ছে— আজ নয় কাল করে ব্যাঙ্কে আর যায়

না। আজ কি বুদ্ধি হ'ল ব্যাঙ্কে খোঁজ করলুম। সাহেব তো শুনে অবাক্, ও নামে তাদের কোনও customerই নেই। প্রায় তো আমাকেই জোচ্চোর ব'লে ধরে আর কি! কোনও মতে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে এসেছি। ওর সওয়া লাখটাকা যে আমার ডিপ্লোমাগুলোর চেয়েও ভুয়ো তাতে আর কোনও সন্দেহ নাই। আজ একটা এস্‌পার ওস্‌পার ক'রতে হ'বে। যদি আমার কথাই ঠিক হয় তবে আজই ওকে টুটি ধরে রাস্তায় বের করে দিতে হ'বে। হারামজাদী শয়তানী, আমি দুনিয়ার লোক বেচে খাচ্ছি, আমার উপর ঠকামি?—র'স! উঁহু! এখন তো ওকে বের করা চলে না, চটানও যাবে না। সেই ডে বেটা আসবে যে আজ! তরলা নইলে তো আমার তার উপর বাণিজ্যটা জোর ক'রে চালান যাবে না। উঁহুঁ, তরলার সঙ্গে ভাবই ক'রতে হবে। কিন্তু আর ঢাক গুড়গুড় নয়, একেবারে সব সাফ করে নিতে হচ্ছে।

(তরলার প্রবেশ)

তরলা। এই যে darling! কতক্ষণ এসেছ তুমি? আমায় ডাক নি?

র। না ডাকি নি—এখন একটু বসো, তোমার সঙ্গে আমার দু একটা কথা আছে।

তরলা। কি কথা?

র। প্রথম কথা এই যে তুমি একটি আস্ত জোচ্চোর!

তরলা। What do you mean, you brute?

র। ওসব রাখ, চটাচটি করে' লাভ নেই প্রিয়ে। শোন, আমি আজ ব্যাঙ্কে খবর নিয়ে এসেছি তোমার সেখানে একটি পয়সাও নেই—সওয়া লক্ষ কড়িও নেই।

ত। নাই যদি থাকে? আমার টাকা থাক বা না থাক তাতে তোমার কি?

র। আমার সামান্য একটু আসে যায় বই কি? আসল কথাটা হচ্ছে এই যে তুমি আমাকে বড় লোক দেখে আমার উপর বাণিজ্য করবার চেষ্টায় তুমি আমায় গেঁথে তুলেছিলে—টোপ দিয়েছিলে তোমার ঐ সওয়া লক্ষ!

তরলা। তোমার কি হ'য়েছে? How can you be so cruel?

র। আমি অকুণ্ঠিত চিত্তে স্বীকার করছি যে ঠকামিতে তুমি আমাকে হার মানিয়েছ। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এও তোমার স্বীকার করতে হ'বে যে আমিও তোমার চেয়ে বিশেষ নীরস নই।

তরলা। তার মানে?

র। মানে এই যে আমিও ঠিক তোমারই মত তোমাকে ঘড় মানুষ ঠাউরে তোমার জন্য টোপ ফেলেছিলুম—আমিও যেমন ঠকেছি তুমিও তেমনি ঠকেছ। তোমারও যেমন সওয়া লাখ আমারও তেমনি ধন দৌলত—সব ফক্কি! কেবল এই বুদ্ধির জোরে এক মাস ঠাট বজায় রেখেছি, বুঝছো প্রিয়তমে?

তরলা। হুঁ—কতকটা আঁচ ক'রেছিলাম সেই রকম। এখন আর বুঝতে কোনই কষ্ট হ'চ্ছে না।

র। তখন আর একটু কষ্ট করে' বুঝতে হচ্ছে যে এখন আমার এই বুদ্ধির সঙ্গে তোমার বিদ্যাবুদ্ধির সংযোগ না ক'রলে কাল যে কি খাবে তারও কোন সংস্থান নেই।

তরলা। অ্যাঁ—কি উপায় হবে?

র। উপায় অবশ্যই হ'বে, এতদিন বিলাতে এবং ভারতে উপায় হ'ল আর আজ উপায় ফস্কে যাবে? সে হবে না। উপায় আমি করেছি—কিন্তু তোমারও যৎসামান্য সাহায্য করা দরকার।

তরলা। কি করতে হবে আমায়? আমি কি করতে পারি?

র। নূতন কিছু নয়, যা করেছ তাই আবার করতে হবে! তবে সেবার নিজের বুদ্ধিতে করেছিলে তাই ঠকেছ, এবারে জিতবে—আমার বুদ্ধির জোরে।

তরলা। বুদ্ধির প্রথম নমুনা যা' তুমি দেখিয়েছ তাতে আমার বড় ভরসা হচ্ছে না। আমার কাছে তো এক হাত ঠকেছ।

র। কিন্তু ললিত গ্যাংলি কখনও একবার বই দুবার ঠকে না! ঠকানটাই আমার বেশী রপ্ত।

তরলা। সে তো শুনছি! এখন একটা নমুনা ছাড়, যাচাই করে' দেখি। এখন ঠাউরেছ কি?

র। বিলেত থেকে এসে অবধি আমি নানা রকম ঠকামি করে' এক রকমে চালিয়ে যাচ্ছি। কিন্তু এত দিন চেষ্টা করেও ঠকামির কোনও স্থায়ী আধার খুঁজে পাই নি। এতদিনে একটী লোক খুঁজে পাওয়া গেছে। একে ভাল করে খেলাতে পারলে আমরা চিরজীবন পায়ের ওপর পা দিয়ে চালাতে পারবো।

(বেয়ারা একখানা কার্ড দিয়া গেল)

রমেশ। (কার্ড দেখাইয়া) এই দেখ :

তরলা। Mr. O. C. Day.—এ কে ?

র। তোমার সেই ঠকিত বেকুবটি। বেটা টাকার কুমীর কিন্তু বুদ্ধিতে কাতলা মাছ! বেটার ভারী সখ সাহেবী করবার। ওর জীবনের প্রধান আকাঙ্ক্ষা হচ্ছে tip top সাহেব হবার। সে সারা ক'লকাতার সহর খুঁজে আমাকেই দেখেছে বাঙ্গালীর ভিতর একমাত্র tip top সাহেব। আমার দ্বারাই তার ব্রত উদ্‌যাপন হবে। তাই আমি ওর বন্ধু হয়েছি।

তরলা। এবং তাকে বিধিমতে শুষছো —

র। অন্যায় বলো না প্রিয়তমে, এখন কেবল একটু আধটু চাটাচুটি করছি। এতদিনে কেবল Race এ ভর্ত্তি ক'রেছি, এই বারে বোধ হয় বিধিমতে শুষতে আরম্ভ করতে পারবো কিন্তু ও বেটা টাকার এত বড় প্রকাণ্ড সমুদ্র যে আমার মত অগস্ত্য ওকে চট্ করে শুষে ফেলতে পারবে না। তোমার সাহায্য দরকার। দুজনে সমানে শুষতে থাকলে কিছু ঘায়েল করা যাবে।

তরলা। কিন্তু সত্যি শাঁসাল তো লোকটা ?

র। হাঁ গো হাঁ, আর অতি গভীর বেকুব। একে টেনে ঝাঁঝরা বানিয়ে দিলেও টের পাবে না।

তরলা। বেশ, আসুক, আমাদের দুজনেরই শক্তির পরীক্ষা হ'য়ে যাক।

(মিঃ ডে'র প্রবেশ)

রমেশ। মিঃ ডে, আমার wife.

(তরলা ও ডে করমর্দ্দন করিয়া বসিলেন)

তরলা। মিষ্টার ডে, আপনার কথা আমার স্বামীর কাছে অনেক শুনেছি, আজ চোখে দেখে ধন্য হ'লাম।

ডে। হেঃ হেঃ হেঃ।

তরলা। আমার স্বামী বলেন যে বিলেত না গিয়েও আপনি যেমন tip top সাহেব হ'য়েছেন এমন বিলেত ফেরতদের মধ্যে কেউ নেই!

ডে। হেঃ হেঃ—ওকি জানেন, ও একটা বিশেষ শক্তির দরকার—বিলেত গেলেই সাহেব হওয়া যায় না।—তা' আমি বিলেত যাব মনে করেছি।

তরলা। (দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া) হ্যাঁ আপনি যাবেন বই কি! আপনি তো আর আমার মত নন?

(রমেশ উঠিয়া গেল)

ডে। কেন মিসেস গ্যাংলী?

তরলা। আমাকে Mrs. Gangley বলছেন কেন? তরলা নামটা কি আপনার ভাল লাগে না?

ডে। তরলা নাম ভাল নয়! বলেন কি? তা আপনি—

তরলা। দেখ Day তুমি আমার স্বামীর বন্ধু, তোমার সঙ্গে ত আপনি টাপনি আমি চালাতে পারবো না।

ডে। হেঃ হেঃ হেঃ—বেশ তো আমিও তো তাই চাই। তা ওকথা বল্লে কেন তুমি তরলা? তোমার কি বিলেত যেতে ইচ্ছা করে?

তরলা। কার না করে? কিন্তু গরীবের ইচ্ছে—

ডে। তা' তুমিও চল না আমার সঙ্গে?

তরলা। নেবে তুমি আমাকে সঙ্গে?

ডে। আমার সে সৌভাগ্য হবে কি?

তরলা। ও: You are a darling! কবে যাবে তুমি?

ডে। বল তো সামনের হপ্তায়ই যাই।

তরলা। (Day কে চট করিয়া জড়াইয়া ধরিয়া তার গালে মৃদু করাঘাত করিতে করিতে) O dear, dear, dear man!

ডে। হেঃ হেঃ হেঃ, তুমি একটি darling!

(রমেশের প্রবেশ)

র। Look here Day, তুমি আমার একটু উপকার করবে ভাই? আমার স্ত্রীর শরীর ভাল নয়, ডাক্তার ব'লেছেন ওকে রোজ একটু Evening drive নিতে। আমি আজ যেতে পারছি নে একটা জরুরি Engagement আছে। তুমি তোমার carএ ক'রে ওকে একটু ঘুরিয়ে আনবে।

ডে। With the greatest pleasure! হেঁঃ হেঁঃ! চলুন Mrs Gangley.

তরলা। কেন darling তুমিও চল না আমাদের সঙ্গে—আমি একলা—

র। তুমি একটা পাগল—Day আমার most intimate friend—ওর সঙ্গে যাবে তাতে কি ? যাও।

তরলা। তা হ'লে চলুন। (স্বগত) এইবারে একেবারে সটকে প'ড়লে কেমন হয় ? এ হাঁদারামকে দেখলে ম্বাকার আসে, নইলে টাকার দিক দিয়ে কিছু বলবার নেই।—Gangley কিন্তু delightful—টাকা তার থাক আর নাই থাক—যা'ক ভেবে দেখি।

[ডে ও তরলার প্রস্থান]

র। বেড়ে জমে গিয়েছে ! কিন্তু শেষটা বমালশুদ্ধ না বেহাত হয় ! তাই তো, ওদের এত তাড়াতাড়ি পাঠিয়ে ভাল করলুম না। তরলা যদি ডেটাকে হাত ক'রে সব ফাঁস করে দিয়ে সটকে' পড়ে ? অন্ততঃ একটা মোটারকম চেক হাতে করে' তবে ওদের ছাড়া উচিত ছিল। নাঃ বোধ হয় গেল—হাত ছাড়া হ'ল! কি ভুল হয় আমার এক এক সময়! যাকগে !—তরলা ছুঁড়ীটা দিব্ব !—আর ওর বুদ্ধিকে respect ক'রতে ইচ্ছে হয়। ও যে আমাকে সওয়া লক্ষ টাকা ফাঁকি দিয়েছে তাতেও ওর উপর রাগ ক'রতে পারছি না।—হুঁ ছুঁড়ীটা গেলে মনে লাগবে একটু ! যা'ক কি আর করা যাবে !

(দেবেন্দ্রের প্রবেশ)

র। এই যে অন্নদা বাবু ? (স্বগত) বেটা আমার বাড়ীর সন্ধান পেলে কি ক'রে ? বেটাকে ফাঁকি দিয়ে পাঁচ'শো টাকা মেরেছি—সেই সামান্ত টাকার জন্ত ও আমার অমন ক'রে পিছু নিয়েছে। কি meanness দেখ দিকিনি ?

দে। এই আপনাকে ধন্যবাদ দিতে এলুম। সেই যে আপনি ব'লে আমাকে ভিখনলালের সঙ্গে কাজটা ক'রে দিয়েছিলেন—

র। (স্বগত) বেটা মজালে দেখছি—ভিখনলালের চৌদ্দ পুরুষের কারও সঙ্গে আমার দেখাশোনা হয় নি, আমি তাদের নাম ক'রে টাকা পাঁচশো' মেরেছিলাম মাত্র! তারি জন্যে ও আমাকে বাড়ী ব'য়ে এমনি অপমান ক'রবে!

দে। সে কাজটায় বেশ দু পয়সা হ'য়েছিল, তারপর ভিখন লালের সঙ্গে কয়েকটা বড় কাজ ক'রেছি।

র। (স্বগত) অঁ্যা! বেটা কাজ বাগিয়েছে? (প্রকাশ্যে) হঁা তা' জানেন ভিখনলাল আমার হাতের লোক। সাহেব কোম্পানীদের সঙ্গে ওর যত কাজ সব আমিই ক'রে দেই কি না?

দে। হঁা তা' নইলে কি আর মাড়োয়ারীর বাচ্ছা আমাকে এত টাকা ছেড়ে দেয়! তা' দেখুন, সম্প্রতি একটু গোলযোগ হ'য়েছে।

র। কি রকম?

দে। কতকগুলো হুণ্ডী আমার নামে এক সঙ্গে এসে প'ড়ে আমাকে বড় বিব্রত ক'রে ফেলেছে।

র। তাই নাকি? কত টাকার?

দে। বেশী নয়, হাজার বিশেক। আমি তা' সবই clear ক'রবো ক্রমে, কিন্তু ঠিক এখন পেরে উঠছি নে।

র। তা' বেশ তো আমি ভিখনলালকে ব'লে—

দে। আজ্ঞে না, সে বোধহয় সুবিধে হ'বে না। কিছুদিন
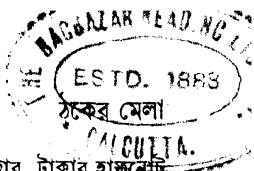
আগে আমি তার একটা হুণ্ডীর দরুণ পাঁচ হাজার টাকার হাফনোট দিয়ে তাকে ব'লেছিলুম সাতদিন বাদে বাকী হাফনোট দেব—তাই নিয়ে বেটা ফৌজদারী ক'রেছে শুনছি।

র। তা' সে বাকী হাফনোটগুলো এখন দিয়ে দিন না, তবেই মিটে যাবে।

দে। তাতে একটু মুস্কিল হ'য়েছে, বাকী হাফনোট, ঠিক তেমনি ক'রে আমি আর একটা মাড়োয়ারীকে দিয়েছিলুম, দুই বেটাই কেমন ক'রে জানতে পেরেছে।

র। তবে তো অবস্থা সঙ্গীন দেখ্‌ছি! এখন কি ক'রবেন?

দে। বিশেষ কিছুই ক'রবার নেই, এখন আপনার দয়া—

র। আমি এতে কি ক'রতে পারি—হাঁ। আমার friend মুখাৰ্জ্জী ব্যারিষ্টারকে ব'লে—

দে। আজ্ঞে না তার দরকার নেই, আদালতে আমি যাচ্ছি নে। আমি স্থির ক'রেছি—পালাবো। আমার মালপত্র সব একরকম গোছ ক'রেছি :—

র। তার পর?

দে। আজ রাত্রেই বেরিয়ে পড়বো ঠাউরেছি। কি জানি যদি এর মধ্যেই আমাকে arrest ক'রে ফেলে, তাই আপনার কাছে এলাম।

র। আমি কি ক'রবো বলুন?

দে। আপনার কাছে এই বেলাটা একটু আশ্রয় চাই।

র। তা' থাকতে পারেন। কিন্তু, বুঝছেন তো আমি business-man, এতে কত বড় ঝুঁকি আমার?

দে। হাঁ তা' আপনাকে কিছু দেব। বুঝতেই তো পারছেন আমার কি দুরবস্থা !

র। তা বুঝছি, কিন্তু হাজার টাকার কমে আমার পোষাবে না।

দে। অনেক দয়া ক'রেছেন এই দয়াটুকু করুন। অত পারবো না, এই ১০০৲ টাকার চেক একখানা দিচ্ছি। এই নিয়ে আমায় রক্ষা করুন।

র। আপনি বন্ধু লোক,—বিপদে প'ড়েছেন—কিন্তু ব্যাঙ্কে টাকা আছে তো ঠিক ?

দে। এই দেখুন না এই পাশ বই, চেক বই দেখে নিন—(পাশ বই ও চেক বই দেখাইল, তাহা পরীক্ষা করিল।)

র। এই ত ব্যালেন্স পাঁচশো টাকা আছে—সব টাকাটাই আমাকে দিতে হ'বে না হ'লে চলবে না—লিখুন পাঁচশো—

দে। অ্যাঁ—

র। নইলে—বেরোন—

দে। (স্বগত) কি করি, পাঁচশো দিয়ে এখন বিশ হাজার রক্ষে করি, (চেক্ লিখিল)।

দে। তা' হ'লে আমি একটু ঘুরে আসছি, এই তোরঙ্গটা আপনার এখানে রইলো। এতে মাত্র থান কতক কাপড় চোপড় আছে। আমি এই এলাম ব'লে। [প্রস্থান]

র। (মুখ বাড়াইয়া অনেকক্ষণ দেখিল) বাছাধন পাওনাদার ঠকিয়ে পালাচ্ছেন। এ তোরঙ্গটি নিশ্চয় বেশ ভারী মালে বোঝাই আছে। একবার দেখা যাক। (তোরঙ্গ দেখিয়া) হুঁ জবর তালা,

আচ্ছা দেখি। (জোর করিয়া তোরঙ্গ খুলিল) যা ভেবেছি তাই! ইস্, তাড়া তাড়া নোট! (গুনিয়া দেখিল) বিশ হাজার টাকা— সব খুচরা। আজ বরাত জল্ জ্বলে দেখ্ছি। ডে টাকে গাঁথা গেল, তার পর নগদ বিশ হাজার। মন্দ কি? (নোটগুলি বাহির করিয়া সিন্ধুকে বন্ধ করিল এবং তোরঙ্গটি কোনও মতে বন্ধ করিয়া রাখিল) কিন্তু ডে'টা যে আর ফেরে না! সটকাল নাকি? তরলা যে ধড়িবাজ—বিবেচনা কর, আমাকে শুদ্ধ ফাঁকি দিয়েছে, ওকে নিয়ে নিশ্চয় পালিয়েছে। (ভাবিয়া) তাতে আমাকে ঠকাতে পারবে না। আমার এই dummy revolver নিয়ে তার মাথার উপর বাগিয়ে ধরলেই সে হাঁদারাম লম্বা চেক লিখে দেবে'খন। কিন্তু তরলা হাত ছাড়া হ'য়ে গেল! ছুঁড়ীটা বেশ ছিল! হাঁ কেমন একটু মনটা ক'রছে তার জন্যে। যা'ক! ও কি! এই যে হাজির! বেঁচে থাক যাদুমণি!

(ডে ও তরলার প্রবেশ)

এই যে darling! কেমন বেশ ভাল বোধ ক'রছো আজকে?

তরলা। হাঁ আজ খুব ভাল আছি। Mr. Deyর মোটর খানা চমৎকার! একটু ঝাঁকানি লাগে না—বেড়িয়ে এলুম ঠিক যেন একটা angel আমায় কোলে করে' ঘুরিয়ে আনলে।

ডে। হেঃ হেঃ angel—ওঃ মিসেস্ গ্যাংলি আপনিই angel, আমি তো একটা—

র। এস ডে, come and have a drink. [প্রস্থান]

তরলা। তুমি একটা idiot. আমি কি বলছিলাম তোমার কথা ?

ভে। তাই তো ! বড্ড ভুল হ'য়ে গেছে। গ্যাংলি কি টের পেল নাকি ?

তরলা। এখনো পায় নি, কিন্তু সাবধান— [উভয়ের প্রস্থান]

(নেপথ্যে) রমেশ, রমেশ, রমেশ বাড়ী আছ ?

রমেশ বাড়ী আছ হে ?

(রমেশের প্রবেশ)

র। (স্বগত) জ্বালালে। রমেশ কেরে বেটা ? এখানে কোত্থেকে জুটলো এ হতভাগাটা, এমন সময় ? কোথায় বসাই একে ? রাস্তা থেকেই হাঁকিয়ে দিই গে। না কাজ নেই, বেটাকে একটু মিষ্টি কথায় তুষ্ট করে বিদায় করি। এইখানেই নিয়ে আসি, তরলা এখন ওই হোঁদলকুৎকুৎটাকে মদ খাওয়াতে ব্যস্ত আছে, এই ফাঁকে একে বিদেয় করি। এসো হে এসো অম্বিকা, এখানে এসো।

(অম্বিকার প্রবেশ)

অ। গরু খোঁজা করে' তোমায় বের করেছি বাবা ! তুমি সেই যে ডুব মারলে আর তো তোমার দেখা নেই ! কাল হঠাৎ এখান দিয়ে যাচ্ছিলুম—তোমাকে ওপরে দেখতে পেলুম। তখন বড় ব্যস্ত ছিলুম, সময়টাও অসময় তাই এলুম না। কাল দিল্লী যাচ্ছি তাই আজ এলুম। দোরে দেখলুম লেখা আছে Mr. Gangley—সে কে হে ?

র। আমার বন্ধু, তার সঙ্গেই থাকি।

অ। তা, কাজ কর্ম্মের কিছু সুবিধা ক'রতে পারলে ?

র। হঁা এই একরকম ক'রেছি।

অ। তা' ভাল। আমি একটা সন্ধান পেয়েছিলুম, তা যদি ভাল বোধ কর চেষ্টা করে' দেখতে পারি। একটা Native stateএর ঠাকুর বংশের একটা ছেলের গার্জ্জিয়ান টিউটার চায়। আমার সঙ্গে ঠাকুর সাহেবের কিছু খাতির আছে, আমি Foreign officeএ কিছুদিন ছিলাম কি না। পাঁচশো টাকা মাইনে all found, আমার মনে হয় কাজটা তোমার পোষাবে—কারণ ঠাকুর সাহেবের এক মতলব সুধু ছেলেকে নিখুঁত সাহেব করে' তোলা। আর চাকরীটা আমারই হাতে। ঠাকুর সাহেব আমাকে লিখেছেন একটি লোক একেবারে ঠিক ক'রে সঙ্গে করে' নিয়ে যেতে।

র। তা' বেশ তো। আমার ও কাজ বেশ suit করবে। Thank you for the idea.

অ। তা' হ'লে তুমি আমায় তোমার গোটাকতক certificate দিল্লীর ঠিকানায় পাঠিয়ে দিও। আমার : অনেক কাজ, আমি এখন উঠি।

র। আচ্ছা এসো।

(অম্বিকার প্রস্থান)

বাঁচালে বাবা। চাকরীটা হলে মন্দ হয় না। তা' হ'লে এ ধাষ্টেমো জন্মের মত ছেড়ে দি। (নেপথ্যে) অম্বিকা ! অহে রমেশ ! রমেশ !

র। (স্বগতঃ) Damn the fellow! আবার রমেশ রমেশ করে চেঁচাচ্ছে। যাই (ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল)

(তরলার প্রবেশ)

ত। রমেশ!—রমেশ কে? (নেপথ্যের দিকে ঝুঁকিয়া দেখিল। তার পর ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া) এর মানে কি? (চিন্তা করিতে করিতে একটা ড্রয়ার খুলিয়া একটা album বাহির করিয়া দেখিতে লাগিল।)

(রমেশের প্রবেশ)

র। এই যে darling, তোমার সেই মেষ শাবকটি কই?

ত। মেষ শাবকটি দু গ্লাস টেনেই কাৎ হ'য়েছেন। তাকে মাথায় ভিজে তোয়ালে বেঁধে শুইয়ে রেখে এসেছি।

র। কেমন? ঠিক মনের মতন মানুষটি নয়?

ত। হাঁ, চলতে পারে। একদিনেই বেশ জমিয়ে নেওয়া গেছে। ও লোকটা কে এসেছিল?

ভূ। ও সিমলার ইণ্ডিয়া আফিসে চাকরী করে। Stock Exchange এ ওর সঙ্গে আমার আলাপ হ'য়েছিল।

ত। (Album খানা রাখিয়া) ওঃ।

(নেপথ্যে ডে—তরলা! তরলা)

যাই দেখি আমার dear lamb কি চান।

ভূ। ভীষণ কাণ্ড করে বসেছিল আর কি অম্বিকা। এতদিন পর্য্যন্ত তরলা আমার আসল নামটি জানতে পারেনি। আজ একেবারে

ধরা পড়েছিলাম আর কি ! (Album খানা লইয়া দেখিতে লাগিল) —অ্যাঁ এ যে আমার সেই বিয়ের সময়ের ফটো—এই তো ইন্দিরা ! কার এ এলবাম ? (নাম দেখিয়া) ইন্দিরা মিত্র—তবে কি— ? এই তো ইন্দিরার ফটো—এ সবই তো তারই—এই তো—অ্যাঁ—তরলা তবে ?—(খোলা ড্রয়ার দেখিয়া) দোরটা বন্ধ করে দিয়ে আসি। (দুয়ার বন্ধ করিয়া) এই তো সব চিঠি— ইন্দিরা মিত্র। (কয়েকখানা চিঠি পড়িয়া মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল) তরলা নয়—এ আমারই পোড়ার মুখী ! এখন উপায় ?—(ভাবিয়া) উপায় পলায়ন। ও টের পাবার আগেই দিল্লী যাত্রা ! টের পেলে তো আর মুখ দেখান যাবে না। বেঁচে থাক আমার অম্বিকা !

(বাক্স গুছাইয়া রাখিয়া সিন্দুক খুলিয়া একটা attache case বোঝাই করিয়া নোট ও সার্টিফিকেট লইল)

এ সেই হতভাগা কোম্পানীর কাগজ। যার নামের কাগজ। এটা ভাঙ্গাতে না পেরেই না আমার বিপদ ? দূর কর ছাই (কোম্পানীর কাগজগুলি ছুঁড়িয়া ফেলিল) তার পর attache case টি হাতে লইয়া দুয়ার খুলিয়া দিল এবং অন্য দ্বার দিয়া প্রস্থান করিল।)

(তরলার প্রবেশ)

ভূপেশ। (album খানা তুলিয়া লইয়া রমেশের ফটো দেখিতে দেখিতে) হ্যাঁ এই সেই ! কি সর্ব্বনাশ !—ওগুলো কি ? কোম্পানীর

কাগজ ? এমন করে' ফেলে গেছে ? (কুড়াইয়া লইয়া) হুঁ—বিমলা মিত্র ! আমার শাশুড়ী ঠাকরুণ ! এখন উপায় ! ও যদি টের পায় তবে তো আর জ্যান্ত রাখবে না। তা' ছাড়া মুখ দেখাবই বা কি করে ? পালাতে হয়। কোথায় যাব ? কি করবো ? এই ডেটার ঘাড়েই ঝুলে পড়ি।

(মিষ্টার ডে'র প্রবেশ)

(ডে'কে জড়াইয়া ধরিয়া) যাচ্ছ darling ?

ডে। Yes darling ! তোমায় অমন দেখাচ্ছে কেন ?

ই। তুমি কি আমায় ফেলে এখন চলে' যাবে ?

ডে। আবার আসবো তরলা—এই কাল সকালেই আসবো।

ই। এসে কি আমায় ফিরে পাবে ? (রোদন)

ডে। কেন ?

ই। আমার স্বামী যেমন ভাব করে' গেছে তাতে সে এসে আমায় নিশ্চয় খুন করবে।

ডে। অ্যাঁঃ ! তাই নাকি ?

তরলা। তুমি আমায় এক্ষুণি নিয়ে চল।

ডে। (ছুটিয়া পলাইতে চেষ্টা করিল, তরলা তার জামা ধরিয়া ফেলিল)

তরলা। যেও না তুমি, আমায় ফেলে যেও না।

ডে। ছাড়, ছাড় বলছি নৈলে পুলিস ডাকবো, ছাড়।—(জোর করিয়া তরলার হাত ছাড়াইয়া ছুটিয়া পলাইল)

তরলা। কোথায় যাবে তুমি, আমি তোমার সঙ্গে সঙ্গে যাব।

(বেগে অনুসরণ করিল)

(তরলার পুনঃ প্রবেশ)

ত। হতভাগা এমন coward জানলে অন্য রকম করে কথাটা পাড়তাম। হতভাগা এত মোটা, কিন্তু দৌড়ায় বিষম, পারলাম না সঙ্গ ধরতে। যাক্ এখন উপায়? পালাতে হ'বেই—আর কালবিলম্ব চলবে না—কোথায় যাব? (ভাবিয়া) যাই কাশী, মাসিমার বাড়ী, তার পর যা হয় হ'বে। (দেরাজ হইতে গহনার বাক্স ও কিছু কাপড় চোপড় বাহির করিয়া লইয়া প্রস্থান)

(আয়া ও খানসামার প্রবেশ)

খানসামা। কি হ'ল বল দিকিনি আয়া?

আয়া। কি আর হ'ল? মেম সাহেব ওই মিস্টোর সন্ধানে উধাও হ'ল। শিকল কেটে পালাল।

খান। কিন্তু সাহেবও তো পালাল দেখছি। আমাকে ব'লে গেল মেমসাহেবকে বলতে যে পশ্চিমে যাচ্ছি—তার রকম দেখে বোধ হ'ল আর ফিরছে না।

আয়া। এ ত বেশ মজা, দুজনে দুজনের কাছ থেকে পালাল! পড়ে রইল বাড়ী ঘর, আসবাব পত্র! এগুলোর কি হ'বে?

খান। তোমাতে আমাতে ভাগ হবে।

আয়া। কেন একসঙ্গে থাকলে দোষ কি?

খান। সত্যি বলছিস?

আয়া। দোষ কি ?

খান। খয়ের !

(উপবেশন ও গীত)

আয়া ও খানসামার গীত

নসীব আগর রাজী হুয়েতো হোতা ঐসাই হাল।
ছপ্পর ফুরকে সোণা ঝরতা ; ঘাসমে ফলতা তাল॥
ফকীর বাদসা বন জাতা হ্যায় আন্ধ্যা পাতা আঁখ
শুণাগার ঘারে যেহেস্ত সড়কমে খোদা বৈঠাতা ডাক।
তুম্‌সে হাম্‌সে আস্‌নাই হোতা ঘুমতা মুবাকো চাল
গরীব খানামে জলতা রোশনী দুনিয়া বনতা হাল॥

চতুর্থ দৃশ্য।

রঙ্গিণীগণের গীত।

দেশী কি বেলেতী বঞ্চনা সেলাতী রকমের শুধু ফের
রক্তের ধারে যার বঞ্চনা ধার বয় রকম জানে সে ঢের।
কেহ সোজা চাঁটি মেরে টাকা নিয়ে ধাওয়া করে কেহ করে হের ফের,
খাঁটি দেশী ভাবে চলে মারে শুধু হাতে চেলে পাঁচ সেরে এক সের ;
মাথায় বুলোয় হাত কাজে করে কুপোকাৎ হিসাবের কড়ি হের ফের ;
খাঁটি যে বিলাতী বটে টাকা বিনা চেক কাটে রেস্ খেলে টাকা মারে ঢের ;
পথে ঘাটে তার খেলা, ঠকামীর ভারি মেলা সারাবুক ভরা জগতের॥

পঞ্চম দৃশ্য

(হাবড়া ষ্টেশনের দ্বিতীয় শ্রেণীর মেয়েদের বসিবার ঘর।
রমেশ উপবিষ্ট)

র। ছাই ট্রেণটা আসেও না যে। কখন কে দেখে ফেলবে তার ঠিকানা নেই। কলকাতাটা না ছাড়তে পারলে আর সোয়াস্তি নেই! বাপ! একেই বলে বরাৎ! অনেক বুদ্ধি খাটিয়ে একটা পয়সাওয়ালা মেয়ে মানুষ বাগালাম। তা দাঁড়াল এই—যে প্রথম সে পয়সাওয়ালা নয়, আর দ্বিতীয়—সে আমারই স্ত্রী! এমন বরাতও মানুষের হয়!

যাক্ কাগজখানা এখন পড়া যাক।

(ইন্দিরা ঘরের ভিতর আসিয়া পড়িল এবং তার পিছু পিছু
দুই তিনটা তোরঙ্গ ও বিছানা)

ইন্দিরা। (দাঁড়াইয়া উঠিয়া) বাবা! এমন নাকাল মানুষে হয়! একটা বড়লোক বাগাবার জন্য এতদিন ধ'রে চেষ্টা করে যদিবা একটা লোক জুটলো, তা' দাঁড়াল এই যে সে আমারই মত ভবঘুরে—আর সে আমারই স্বামী!

র। (কাগজের আড়াল হইতে উঁকি মারিয়া) এই রে—পেছু নিয়েছে! (কাগজখানা সম্পূর্ণরূপে মুখ ঢাকিয়া ধরিল)

ইন্দিরা। একি! মেয়েদের ঘর এটা। আপনি যান।

র। (স্বগত) গুড়িমেরে ছিলাম এতক্ষণ, পাছে কেউ দেখতে পায়। তা' যেখানে বাঘের ভয় সেখানেই সন্ধ্যা হয়!

ইন্দিরা। যান মশায়। যান বলছি, নৈলে এক্ষুণি পুলিশ ডাকবো।

র। (স্বগত) মজালে দেখছি। পুলিশ ডাকলেই তো একটা কেলেঙ্কারী হবে। (প্রকাশ্যে) একটু বাদেই যাচ্ছি—দেখুন, দয়া করে একটু থাকতে দিন।

ইন্দিরা। (চমকাইয়া উঠিয়া, স্বগত) এ তো তারই গলা দেখছি!. সর্ব্বনাশ! পেছু নিয়েছে তো! আগে থেকে এসে ব'সে র'য়েছে। নিশ্চয় খুন ক'রবে। (দুয়ারের দিকে অগ্রসর হইল। রমেশ তড়াক করিয়া উঠিয়া তার হাত চাপিয়া ধরিল। ইন্দিরা ভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিল। রমেশ অমনি তার পায়ের তলায় হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া গেল।)

র। দোহাই তোমার ঐটি ক'রো না। আর যাই কর লোক জানাজানি করো' না!

ইন্দিরা। (পিছাইয়া গিয় স্বগত) এখন ভড়কালে চলবে না, মাথা ঠিক ক'রে কাজ করতে হ'বে। আচ্ছা, ও বোধহয় টের পায় নি ; এখনো হয় তো উপায় আছে। (প্রকাশ্যে) আরে,

ললিত! তুমি, তুমি এখানে ?

র। (দাঁড়াইয়া উঠিয়া স্বগত) হুঁ এখনো টের পায় নি। আচ্ছা তবে দেখা যাক। (প্রকাশ্যে) আরে, তরলা! তুমি এখানে ?

ত। বুঝেছি, উধাও হওয়ার মতলবে পালিয়েছ। এত শয়তানি পেটে পেটে তোমার! কোথায় মরতে যাচ্ছ? কার ঘাড় মটকাবে এবার—শুনি ?

র। Ditto—Ditto—Ditto—Ditto. অর্থাৎ তোমাকেও আমার তাই জিজ্ঞাস্য।

ত। আমি? আমায় জিজ্ঞাসা করছো? আমি তোমারই সন্ধানে তোমার পিছু পিছু এসেছি।

র। (স্বগত) হুঁ, তাই বুঝি আমায় চিন্‌তে পেরে চমকে উঠেছিলে—তাইত কথাটা একটু বেফাঁস হ'য়ে গেছে। (প্রকাশ্যে) আচ্ছা সে চুলোয় যাক, তুমি—

র। না চুলোয় যাবে কেন সুন্দরী? চুলোটা অত সস্তা নয় আজকাল কাঠ কয়লার এই মাগ্‌গি বাজারে। কথাটা খোলসাই হোক না? তুমি কি মতলবে এসেছ বলেই ফেল। আর ঢাক ঢাক গুড় গুড় কেন?

ই। শুনবে তবে? তুমিও যে মতলবে এসেছ,আমিও ঠিক সেই মতলবে এসেছি। হোল তো? এইবার বাৎলাও দিকিনি তোমার মতলবখানা।

র। আর বাৎলাব কি? সে তো তোমার জানাই আছে। নইলে তুমি ঠিক সেই মতলবে এলে কি ক'রে?

ই। (স্বগত) না, এরকম ক'রে হবে না। (অগ্রসর হইয়া রমেশের হাত ধরিয়া প্রকাশ্যে) সত্যি বল তুমি আমায় ছেড়ে যাচ্ছিলে না? আমায় ভাসিয়ে দিয়ে কোথায় যাবে? আমি কেমন করে' বাঁচবো তা' হ'লে?

র। (হাসিয়া স্বগত) না, কিছু টের পায় নি তা হ'লে। উপস্থিত, ভাবটাই করে' ফেলা যাক। ও ঘুমুলে রাস্তায় নেবে

গেলেই হ'বে। (প্রকাশ্যে) না, না, আরে পাগল, না। তোমায় ছেড়ে যাব? এমন রাজজোটক আর কার সঙ্গে হবে আমার বল দিকিনি?

ই। তা সত্যি, আমাদের বিয়ের সময় কুষ্ঠী যেমন মিলেছিল—

(জিভ কাটিয়া থামিয়া গেল)

র। (স্বগত) হুঁ! সব জানেন দেখছি। তবে আর কেন? (প্রকাশ্যে) আর জিভ কেটে কি হ'বে প্রিয়ে? বুঝতে পেরেছি তুমি সব জান। এ পক্ষ তোমার আইনসঙ্গত স্বামী, আর তুমি তার আইনসঙ্গত স্ত্রী! তা' তুমি তা'হলে সেই কথাটা টের পেয়েই পালাচ্ছিলে?

ইন্দিরা। Ditto.

র। হাঁ এই—কতকটা তাই বই কি?

ইন্দিরা। আবার Ditto.

(উভয়ে কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল)

রমেশ। হাঁ দেখ ইন্দিরা, কথাটা কি মিথ্যা বলছি—আমাদের একেবারে রাজজোটক হ'য়েছে; নয় কি?

ইন্দিরা। তা' আর বলতে?

রমেশ। তবে তো আর তোমার কাছে আমার লজ্জা করবার কিছু নেই?

ইন্দিরা। আমারও তোমার কাছে লজ্জা করবার কিইবা আছে?
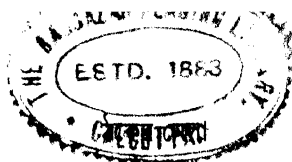
র। আছে কি না আছে তা নিয়ে ঝগড়া ক'রে বিশেষ কোনও লাভ নেই।

ই। কি আর বিশেষ লাভ, কেবল ঠোকাঠুকী করা বইতো নয় ?

র। তবে কেন তুমি পালাচ্ছিলে বল দিকিনি ?

ই। আমারও ditto.

র। আচ্ছা থাক। বোঝা গেল যে তোমার পালাবার কোনও কারণ ছিল না।

ই। তোমারও ছিল না।

র। ঠিক।

ই। তবে এখন কি করা যাবে ?

র। চল না ফিরে যাই, যেমন চলছিল তেমনি চলুক।

ই। কিন্তু তোমার সেই ভেঁড়াটি ?

র। হাঁ তা কিন্তু ব'লে রাখছি, এখন কিন্তু তোমার ওসব চলবে না। তুমি যখন আমার স্ত্রী, তখন তোমার ওসব চলবে না।

ই। অবিশ্যি, কিন্তু সংসার চলবে তো তাতে ?

র। সে চলুক না চলুক, আমার ঐ এক কথা।

ই। আমি কি দু'কথা বলছি।

র। ওই ডে'টার সঙ্গে তুমি কথা কইতে পাবে না।

ই। সে আর তোমার কাছে ভিড়ছে না।

র। কেন ? কি হ'য়েছে ?

ই। সে ভয়ানক ভয় পেয়ে গেছে। আমি বল্লুম যে তুমি হয়তো আমাকে খুন করবে; এই কথা শুনেই সে হতভাগা চোঁ-চাঁ দিলে; বেশ বোঝা গেল যে তার ফেরবার মতলব নেই।

র। বুদ্ধিমানের কাজ ক'রেছে সে, কেন না এখন তার সঙ্গে দেখা হ'লে আমার তাকে খুন করা ছাড়া উপায় ছিল না।

ই। কেন? তুমি নিজেই তো তাকে ডেকে এনেছিলে।

র। এনেছিলাম, বেশ ক'রেছিলাম, এখন খুন করবো বেশ করবো। আমার স্ত্রীর সঙ্গে ইয়ারকী ক'রে সে জ্যান্ত ফিরে যাবে!

ই। তা বটেই তো! তবে কিনা, তরলা রায়ের স্বামিটি যদি হঠাৎ সত্যি হ'য়ে তোমার সঙ্গে সেই যুক্তি প্রয়োগ ক'রতেন তবে বোধহয় সেটা ঠিক এতটা মনোরম হ'ত না।

র। যা'ক ওসব তোমরা বুঝবে না, স্ত্রীবুদ্ধি তো! হাঁ, তা' এখন কি করা যাবে?

ই। চল ফিরেই যাই।

র। একটু সামান্য অসুবিধা বোধ ক'রছি। কাল বোধ হ'চ্ছে বাড়ীওয়ালা ভাড়ার তাগাদায় আসবে, আর ফার্ণিচারওয়ালাও ভাড়ার জন্য আসবে। সম্প্রতি আমার এই দিল্লীর টিকিটখানা ছাড়া অন্য সম্বল নেই। তারা হয়তো এখানা উচিত মূল্যে নাও নিতে পারে!

ই। আর একটু সামান্য অসুবিধা খাওয়া দাওয়ার—

র। সব দিক দিয়ে দেখতে গেলে দিল্লী যাওয়াই বোধহয় সুবিধা।

ই। সেখানে গিয়ে থাবে কি? ভেড়া বোধহয় দিল্লীর চেয়ে এখানে সস্তা?

র। তেমন বোধ হ'চ্ছে না। উপস্থিত সে অঞ্চলে একটা মোটা গোছের ভেড়া পাওয়া গেছে, সে আমাকে ৫০০৲ টাকা all found দিয়ে চাকরী দিচ্ছে।

ই। তোমাকে চাকরী!

র। কেন প্রিয়ে আমি কি একটা যে সে? আমি International Academy of Business Managers এর ফাষ্ট ক্লাস Diploma holder, International Association of Journalism এর—

ই। আর আমার কাছে ও সব কেন? যা'ক তা' পাঁচশো টাকায় কুলোবে তোমার?

ভূ। All found—যা চাইবো তাই পাব! ঠাকুর সাহেবের ভাণ্ডার আমার কাছে খোলা—লুটে নিলেই হ'ল।

ই। বেশ তা' চল। যে কয় দিন থাকা যায় মন্দ কি? আমি যা'র কন্যা তিনি এই ভাবেই দিন গুজরান ক'রছেন—যোগ্য স্বামী আমার পরের মাথায়ই চিরদিন কাঁটাল ভাঙ্গচেন—আমি পিতার যোগ্য সন্তান, স্বামীর সহধর্ম্মিণী, আমি কোন পেছপা' হব।

র। কিন্তু একটা কথা প্রিয়ে! আমায় তুমি যেমন ক'রে গেঁথেছিলে এমন ক'রে আর ক'টিকে পূর্ব্বে জুটিয়েছিলে বল দিকিনি?

ই। তোমাকে বোধ হয় এ কথা জিজ্ঞেস করা নিষ্প্রয়োজন।

র। সে কথা নাই জিজ্ঞেস ক'রলে—জান তো পুরুষ মানুষ, আমাদের কিছুতেই দোষ নেই। তা' ছাড়া তোমার কাছে তো আমি জ্যান্ত দেবতা!

ই। আমরাও তো দেবী-বটে!

র। সেটা অন্যের কাছে, স্বামীর কাছে তোমরা স্ত্রী মাত্র—সুতরাং,—

ই। যাক গে তর্ক ক'রে লাভ নেই। আসল কথাটা হ'চ্ছে এই যে বছর দুই হ'ল আমি নানা রকম চেষ্টাই ক'রেছিলাম, কিন্তু তোমার পুর্ব্বে কাউকে গেঁথে তুলতে পারি নি।

র। যা'ক একটা দুর্ভাবনা গেল। তা' হ'লে দয়া ক'রে আমি তোমাকে গ্রহণ ক'রলাম। আচ্ছা তা' হ'লে টাকা দেও দিকিন, তোমার একখানা টিকিট কিনে আনি, ট্রেণের আর বেশী দেরী নেই।

ই। আ পোড়া কপাল! আমি টাকা পাব কোথায়?

র। বুঝেছি, আমার বুদ্ধির উপর তোমার শ্রদ্ধা আছে। আঁচ ক'রেছ যে আমি তোমার টাকা ক'টি নিয়ে উধাও হ'ব।

ই। তা' নয় প্রিয়তম, তোমার বুদ্ধির একটু পরীক্ষা ক'রছি। শূন্য হাতে কেমন ক'রে দিল্লী যাওয়া যায় সেইটা প্রমাণ ক'রতে হবে তোমায়।

র। বেশ তাই দেখা যাক। ট্রেণের এখনো ঘণ্টা খানেক দেরী আছে। এর ভিতর এ টাকা কটা যদি রোজগার না ক'রতে

পারি তবে আর আমি বাহাদুর কিসে? আমি যাচ্ছি। কিন্তু প্রিয়তমে আর উধাও হ'বার চেষ্টা ক'রো না। আমি এই প্ল্যাটফরমেই থাকবো আর আমার চোখ দুটো থাকবে এই Waiting Roomএর দিকে সুতরাং চেষ্টা ক'রলেও পালাতে পারবে না বলে রাখছি।

ই। আচ্ছা গো আচ্ছা। আমি পালাব না।

(রমেশের প্রস্থান)

পট পরিবর্ত্তন

ষ্টেশনের প্ল্যাটফরম।

রমেশ। দূর কর ছাই, কি আর করবো? গাঁটের পয়সা ভেঙ্গেই টিকিট করি।

(দেবেন্দ্রের প্রবেশ)

দেবেন্দ্র। এই যে শয়তান! বের কর আমার টাকা। নইলে পুলিশ ডাকবো।

র। ডাক বাবা! ভিকনলালের আসামীটিকে ধরিয়ে আমি বিনা পরিশ্রমে কিছু রোজগার করে নেব।

দেবেন্দ্র। দোহাই মিঃ গ্যাংলী, আমাকে ধনে প্রাণে

মারবেন না। সব গেছে আমার, শেষ বয়সের সম্বলটুকু নেবেন না। নেহাৎ না ছাড়েন, আসুন অৰ্দ্ধা অৰ্দ্ধি বখরা।

র। কেন করবো তা বলুন? যেখানে ওই লালপাগড়ী ওয়ালাকে ডেকে একটা কথা বললে আমার দশ হাজার টাকা হাতে থাকে সেখানে তা' ছেড়ে দেব—এত বড় বেকুব আমাকে ঠাওরালেন আপনি—এতদিনে?

দে। দোহাই গ্যাংলী সাহেব! এতদিনকার বন্ধুত্বের খাতিরে অন্ততঃ আমায় দশ হাজার টাকা দিন!

র। বন্ধুত্বটা কিসের চাঁদ?

দে। না হয় বুড়ো মানুষ, না খেয়ে মারা যাব আমার স্ত্রীকে নিয়ে পথে বসবো—সেই জন্ম দয়া ক'রে দিন!

র। দয়া এ পর্য্যন্ত কাউকে করিনি বন্ধু! টাকা জিনিষটার দাম চেনবার সুযোগ আমার হ'য়েছে কিঞ্চিৎ!

(দেবেন্দ্র কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া শেষে ক্ষিপ্তের মত রমেশের attache caseএর উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল। রমেশ তাকে জোরে ধাক্কা দিয়া ফেলিয়া দিল)

দে। (চীৎকার করিয়া) টাকা দেবে না আমায়?

র। কিসের টাকা? কে আপনি? (মৃদুস্বরে) চেঁচিয়ে কেন মরণ ডেকে আনছো চাঁদ?

(ইন্দিরার প্রবেশ)

ই। এতক্ষণ তুমি কি ক'রছো? আমি ভাবলাম বুঝি পালালে। একি—বাবা?

দে। অ্যা! খেঁদী?

র। সে কি! ইনি—

ই। হ্যাঁ আমার বাবা।

দে। কিন্তু এ কে? গ্যাংলি কে?

ই। আপনারই উপযুক্ত জামাই—বাবা।

র। পায়ের ধুলো দিন শ্বশুর ম'শায়—আপনাকে ঠকাতে পেরেছি এ আমার পরম সৌভাগ্য। আর এমন জামাই লাভ ক'রতে পেরেছেন তাতে আপনারও গৌরব বোধ করা উচিত।

দে। কিন্তু—কিন্তু, দোহাই বাবা আমায় কিছু দেও!

র। দেবার জো' নেই—আমি আপনারই—জামাই!

দে। ইন্দু মা,—নিদেন রেল ভাড়াটা দে আমায়, ক'লকাতা থেকে পালাই।

র। অনেক দিন পালিয়ে বেড়িয়েছেন, এখন দিন কয়েক সরকারী মুসাফির খানায় বিশ্রামই করুন না?

ই। ব্যাপার কি?

দে। আমি আজ এর কাছে একটা তোরঙ্গয় ক'রে বিশ হাজার টাকা রেখে এসেছিলাম। ও তা নিয়ে পালিয়েছে—আমার বড় কষ্টের টাকা মা, বেবাক ঠকিয়াছে।

র। কষ্টের নয় বাবা, জোচ্চারীর বলুন।

দে। দে মা, কিছু দে। নইলে তোর বাপ মা বুড়ো বয়সে পথে বসবে যে মা।

ই। সে আর বেশী কথা কি বাবা? এতদিন যে আমিও পথেই ব'সেছিলাম। পথ জায়গাটা নেহাৎ মন্দ নয়

র। ও সব বলে কোনও লাভ নেই শ্বশুর ম'শাই, দেখতেই তো পাচ্ছেন আমি আপনার চেয়ে সরেশ—আপনার মেয়ে আবার আমার ওপর এক কাঠি। উনি আমাকেও ঠকিয়েছেন। ও'র হাত দিয়ে টাকা গলাবার চেষ্টা মিছে, বরং হাত কড়ির ভিতর দিয়ে হাত গলিয়ে বের হ'বার উপায়টা তাড়াতাড়ি করুন, আপনার ট্রেণের বেশী দেরী নেই। এই পাঁচটি টাকা নিয়ে যা পারেন করুন। (টাকা দিল)

দেবেন্দ্র। হা অদৃষ্ট, সারাজীবন লোক ঠকিয়ে এসে শেষে মেয়ে জামাইয়ের হাতে মারা পড়লুম! সাধে কি বলে যম জামাই ভাগনে কখনও আপন হয় না! যাক্।

(প্রস্থান)

ই। হ্যাঁ তা তুমি যে বড় নাতোয়ান সাজছিলে, আমার কাছে—বল্লে কিছু নেই?

র। সে আর বুঝতে পারলে না। এর সোজা কারণ হ'চ্ছে যে তোমার বুদ্ধির আমি প্রশংসা করি—সুতরাং তোমাকে বিশ্বাস ক'রতে পারিনি।

ই। তা যাক্।

র যাক্!

ই। আমিও বলি যাক্। এখন একটু নতুন কিছু করা যাক্

র। কি নতুন?

ই। এতদিন তো লোক ঠকিয়েই বেড়ান গেল—

র। তা কতকটা সত্যি।

ই। এখন নূতনত্বের খাতিরেও একবার ভাল মানুষ হ'য়ে দেখলে কেমন হয়।

র। মন্দ নয়, সেটা একটু Exciting হওয়া সম্ভব।

ই। তবে তাই স্থির!

র। কিন্তু একটু অসুবিধা নেই কি তাতে? ধর্ম্মের সঙ্গে আপোষ করিতে গেলে অধর্ম্ম ক'রে যা পাওয়া গেছে সেটা ফিরিয়ে দিতে হয়।

ই। সে বিশেষ কিছু শক্ত নয়। ঠকামি করে মোটের মাথায় তোমার লাভের অঙ্কে পড়েছে কেবল দুটি জিনিষ—দুটি বড় জিনিষ তুমি পেয়েছ। এক আমি, আর এক এই বিশ হাজার টাকা। দেখা যাচ্ছে যে এ দুটিই তোমার ন্যায্য পাওনা। হাজার বিশেক তো বাবার তোমাকে দেবারই কথা ছিল।

র। তা' বটে! একেই বলে, ধর্ম্মের কল বাতাসে নড়ে।

ই। সুতরাং আমাদের ভাল মানুষ হ'তে বিশেষ কোনও বাধা নেই।

র। না উপস্থিত কোনও বাধাই নেই। বিশেষ কোনও নূতন্ ঠকামি বুদ্ধি এখন মাথায় খেলছে না। অতএব তোমার পরামর্শই ঠিক।

রঙ্গিণীগণের গীত।

কাঠে কাঠে লাগলে ঠোকা কে জেতে কে বলতে পারে।
চোরের উপর বাটপাড়ী যে, চলছে হেথায় চারি ধারে।
ঠক জুয়াচোর চোর ডাকাতে চলছে সদাই কারসাজী
একদিন যে জেতে সে যে, পরদিন খায় ডিগবাজী
শেষ দিনেতে কিন্তু কভু ঠক জুয়াচোর জেতে নারে
এই কথাটাই আসল খাঁটী ধর্ম্মের কল হাওয়ায় নড়ে
ঠকামীতে ঠকাই হারে হেথা কিম্বা পরপারে॥

যবনিকা।

গ্রন্থকারের অন্যান্য বই

১। শান্তি ২৷৷০
২। বিপর্য্যয় ২৷৷০
৩। অগ্নিসংস্কার ১৷৷০
৪। দ্বিতীয় পক্ষ ৷৷০
৫। রক্তের ঋণ ৷৷০
৬। আনন্দ মন্দির ৷৷০
৭। গ্রামের কথা ... ... ২৲